নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

দুষ্মন্ত..........................ভারতরাজ।

মাধব্য ....দুষ্মন্তের বয়স্য।

মহর্ষি কণ্ব ....শকুন্তলার পালয়িতা।

মাতলি ....ইন্দ্রের সারথি।

মহর্ষি কশ্যপ।

সারদ্বত }
শার্ঙ্গরব } ....তাপসকুমার।

সেনাপতি, পুরোহিত, তাপসকুমার, প্রতীহারী, কঞ্চুকী, ধীবর, রক্ষিপ্রধান, রক্ষক শিশু ইত্যাদি।

শকুন্তলা ....অপ্সরা মেনকার কন্যা।

প্রিয়ম্বদা }
অনসূয়া } ....শকুন্তলার সখী।

গৌতমী..........................কণ্বের ভগিনী।

মিশ্রকেশী ....অপ্সরা মেনকার সখী।

বনদেবী, তপস্বিনী, অনঙ্গসহচরী।

কনক-পদ্ম

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পুষ্প-কানন, পশ্চাতে পর্ব্বত-শ্রেণী।

মিশ্রকেশীর প্রবেশ।

মিশ্র।

(গীত)

জুড়াতে তাপিত দেহ শীতল বারি-শীকরে
পবন তটিনী-নীরে বহিতেছে ধীরে ধীরে।
সৌরভ মাখিতে অঙ্গে, দেখ দেখ কিবা রঙ্গে,
ভ্রমরে উড়ায়ে ধায়, পুষ্প হতে পুষ্পান্তরে।

[বন-দেবীর প্রবেশ।]

বন। মিশ্রকেশি, অনেক দিনের পর সাক্ষাৎ হল। আমি আম্রের হরিৎ বর্ণ গাঢ়তর করছিলাম, এমন সময় তোমার কণ্ঠসুধা কর্ণে বর্ষণ হল। অমনই চলে এলেম।

মিশ্র। আমি যখন বায়ুভরে অবতরণ করি, তখন দেখলাম তুমি মালিনী নদীর প্রস্রবণের চঞ্চল স্রোতের উপর দিয়ে যাচ্ছ। তার পর আর তোমাকে দেখতে পেলেম না।

বন। আমি সেই স্থানেই ছিলাম, কেবল একবার হিমালয়ের একটী গুহার মধ্যে যেতে হয়েছিল। সে যাক, তুমি যে আজ চিরবসন্তালয় অমরাবতী ছেড়ে আমার এই গ্রীষ্মনিপীড়িত বনে এসেছ এ আমার পরম সৌভাগ্য। এসেছ, একবার কানন দেখে যাও।

মিশ্র। গ্রীষ্মের ফুলফলে কানন সুশোভিত করা হল কি?

বন। হয়েছে। নাগকেশরের কেশর, বর্ণ, সৌরভ সবই সৃজন হয়েছে, শিরীষ কুসুমের পরাগ এখনও হয় নাই, দুই এক দিনের মধ্যে হবে। বৃষ্টি অভাবে তরুলতাগণ অবসন্ন হয়ে পড়েছে। তুমি এসেছ, বেশ হয়েছে। তুমি যখন অমরাবতীতে ফিরে যাবে তখন দেবরাজকে বলও আমার কাননে বৃষ্টির অত্যন্ত প্রয়োজন হয়েছে।

মিশ্র। শচীপতি আরও বলছিলেন মহারাজ দুষ্মন্ত এখানে মৃগয়া করতে এসেছেন, তাঁর কষ্ট না হয় এই জন্য আজ সন্ধ্যার পর বৃষ্টি হবে। ক্ষীরোদ সমুদ্রে এতক্ষণে মেঘের জন্ম হল।

বন। মহারাজ দুষ্মন্ত যেখানে যান সেইখানেই সুখশান্তি আগমন করে।

মিশ্র। মহারাজ দুষ্মন্ত এ স্থানে এসেছেন বলে আমি তোমাকে বিরক্ত করতে এলেম। একটী কাজ আছে।

বন। কি কাজ করতে হবে বল, আমি পরম আহ্লাদের সহিত করছি।

মিশ্র। সখী মেনকা আপন কন্যাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

বন। শকুন্তলা এখন আমারই কন্যা।

মিশ্র। স্নেহ সকলকেই নিকট করে। তুমি যে যত্নে শকুন্তলার রক্ষণাবেক্ষণ করছ তা কে না জানে? শকুন্তলারই হিতের জন্য আমি এসেছি। দেবি, সুধা দেবতাদিগের জন্য সৃষ্ট, রাজেন্দ্র দুষ্মন্তের জন্য শকুন্তলার জন্ম। উভয়ের শুভ মিলনের সুসময় উপস্থিত।

বন। অতি সুসময়ই বটে। এখন কি প্রকারে বল দেখি উভয়ের শুভ বিবাহ সংঘটন করা যায়?

মিশ্র। চল আমরা অলক্ষিতে মায়াবলে মহারাজকে মহর্ষি কণ্বের তপোবনে আনয়ন করি।

বন। বেশ বলেছ, চল, বিলম্বে প্রয়োজন নাই। মহারাজের শিবির তপোবনের পার্শ্বেই সংস্থাপিত হয়েছে।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবনস্থ উদ্যান।

শূন্যে কোমল বাদ্য।

স্তম্ভিত ভাবে দুষ্মন্তের প্রবেশ।

দুষ্ম। (স্বগত) স্বর্গ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হল, না পৃথিবীই স্বর্গ হল? কি মধুর শব্দ! ত্রিভুবন মধুময় হল; হৃদয় গলে গেল, শরীর গলে গেল। চলতে পারি নে, দাঁড়াতে পারি নে, (হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া ধনুর্ব্বাণের পতন) তবু আকর্ষণ করছে; আকর্ষণ করে নিয়ে চলল, অমৃতস্রোতে ভেসে চললেম। যেখানে নে যায় সেই খানেই যাব। (গমনশীল শব্দের পশ্চাৎ গমন, কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে শব্দের নিস্তব্ধ হওন) নিস্তব্ধ হল—আমি কোথায়? স্বর্গে না পৃথিবীতে? (চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া) অতি পবিত্র স্থান—তপোবন। হরিণশিশু গুলি নির্ভয়ে আমার দিকে নিরীক্ষণ করছে—এখানে নিষ্ঠুরতা নাই। বৃক্ষ-কোটরস্থ অস্থির শুকশাবকের মুখ হতে নীবারকণা ভূতলে পড়ছে। হোমগন্ধ এক একবার বায়ু এ দিকে নিয়ে আসছে, বৃক্ষশাখাস্থিত আর্দ্র বল্‌কল হতে ঈষৎ রক্তবর্ণ জল বিন্দু বিন্দু পড়ছে। এ শান্তি-নিকেতন, এখানে দেবতুল্য মহর্ষিগণ ঈশ্বর সহবাসে কালযাপন করেন। এ কোন্ মহাত্মার তপোবন? (অগ্রসর হওন) হঠাৎ দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হল—

সম্পত্তি সংসারে, আর সংসার এ স্থান হতে অনেক দূরে। এখানে কি লাভ হবে? হলেও পারে, কমলার স্থান বিচার নাই।

[নেপথ্যে] সখি, এ দিকে এস।

দুষ্ম। (চমকিত হইয়া) স্ত্রীলোকের কণ্ঠরব! কি সুমধুর! এ স্থান কি ভূলোক ও সুরলোকের সার বস্তুতে পরিপূর্ণ? (পরিক্রমণ ও নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি) এঁরাই কি আমাকে সৌর বাদ্যে ভুলিয়ে এনেছেন? না, সে বাদ্য শূন্যভরে এ দিকে চলে এল। দেখি, এঁরাই বা দেবকন্যা। (দেখিয়া) এঁরা বৃক্ষমূলে জলসেচন করতে যাচ্ছেন, হস্তে পূর্ণ জলপাত্র। কি সুন্দর গঠন, কি সুন্দর বর্ণ, কি সুন্দর গমন। এঁদের আগমনে পুষ্প-কুঞ্জের শোভা বৃদ্ধি হল। প্রথমে কর্ণ পরিতৃপ্ত হয়েছে, এখন নয়ন পরিতৃপ্ত হল— (চমকিত হইয়া) এ কি! কে যেন কাণে কাণে বললে পরিশেষে হৃদয়ও পরিতৃপ্ত হবে। (অনিমেষ নয়নে নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি)

[প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া ও শকুন্তলার প্রবেশ ও তাহাদিগকে দর্শন করিয়া দুষ্মন্তের অন্তরালে গমন।]

দুষ্ম। (স্বগত) একটী—দুটী—তিনটী, শেষটী তুলনারহিত।

অন। শকুন্তলা, তোমার হাতের জল পেয়ে গাছগুলি বেস বাড়ে, ওরা যেন তোমাকে বড় ভাল বাসে।

শকু। সখি, গাছগুলিকে আমি আপন ভগিনীর মত দেখি। [জল সেচন।

প্রিয়। গাছগুলির ফুল ফোটবার সময় হয়েছে।

[জল সেচন।

শকু। আমি কাল স্বপ্নে দেখেছি বাবা তীর্থ হতে ফিরে এসেছেন। আর এই গাছগুলি ফুলে ঢেকে পড়েছে, দেখে বাবা অত্যন্ত আহ্লাদিত হলেন।

অন। কাল দাঁতউঁচ ঠাকুরটী এসেছিলেন, তিনি হারিত দাদাকে জিজ্ঞাসা করলেন "মহর্ষি কণ্ব কবে আসবেন?" হারিত দাদা বললেন "গ্রীষ্মের আরম্ভে"।

শকু। তবে বাবা এলেন বলে, গ্রীষ্ম তো আরম্ভ হয়েছে।

দুষ্য। (স্বগত) ইনি মহর্ষি কণ্বের দুহিতা?

শকু। আমার ডান কাঁধটায় বাকল বড় লাগছে, একটু সরিয়ে দেও না, বোন।

দুষ্য। (স্বগত) আহা, কি বেদনাই পেয়েছেন! মলয়-বায়ুতে যে শরীরে বেদনা লাগে সেই শরীরে বল্কল পরিধান!

[অনসূয়া কর্ত্তৃক শকুন্তলার দক্ষিণ স্কন্ধের বল্কল মোচন।]

দুষ্য। (স্বগত) মরি, কি অপার সৌন্দর্য্য! মহর্ষি কণ্ব কি কঠিন হৃদয়! এই কোমল অঙ্গীকে বল্কল পরিয়ে রেখেছেন! সূর্য্যকান্ত মণি কর্দ্দমাক্ত হলেও তার আভা প্রকাশ পায়,

সুধাংশু কলঙ্ক সত্ত্বেও অমৃত কিরণে জগৎ বিমোহিত করেন। সৌন্দর্য্য সংস্পর্শে কদর্য্য বল্‌কলও সৌন্দর্য্যশালী হয়েছে।

শকু। সখি, দেখ সহকারের পল্লবগুলি বাতাসে কেমন নড়ছে। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) ঠিক যেন আঙ্গুল নেড়ে আমাদিগকে ডাকছে। চল আমরা গাছটীর তলায় যাই।

[সকলের অগ্রসর হওন।]

প্রিয়। সখি, গাছটীর পাশে একবার দাঁড়াও না।

শকু। কেন?

প্রিয়। বলি তুমি একটী অপূর্ব্ব লতা, সহকারের পাশে দাঁড়ালে বেস সাজবে এখন।

শকু। (অধোবদনে) ভাই, তুমি নামেও প্রিয়ম্বদা, কাজেও প্রিয়ম্বদা।

দুষ্ম। (স্বগত) মধুরভাষিণী প্রিয়ম্বদা, ঠিক বলেছ— শকুন্তলা একটী অতি সুকোমল লতা, সুরঞ্জিত-পুষ্পময়, মনোহর-সৌরভময়।

অন। শকুন্তলা, দেখ, দেখ, তুমি সাধ করে যে মল্লিকাটীর বনতোষিণী নাম রেখেছিলে সেটী সহকারকে বিয়ে করেছে।

শকু। (অগ্রসর হইয়া) তাই তো, আহা এ কি সুন্দর সময়! এখন তরুলতারও মিলন হচ্ছে। [অনিমেষ নয়নে দর্শন]

প্রিয়। ভাই অনসূয়া, বলতে পার কেন শকুন্তলা এক দৃষ্টিতে সহকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন?

প্রথম অঙ্ক।

অন। না ভাই। তুমি জান তো বল না।

প্রিয়। শকুন্তলা ভাবছেন বনতোষিণী যেমন মনের মত একটী বর পেয়েছে, আমারও অমনই একটী বর হয়।

শকু। এটী তোমারই আপন মনের কথা। [ঈষৎ হাস্য করিয়া আলবালে জলসেচন।]

অন। শকুন্তলা, মহর্ষির অতি যত্নের মাধবী লতাটীতে জল দিতে ভুলে গেলে?

শকু। আমি আপনাকে ভুলতে পারি, তবু মাধবী লতাটীকে ভুলতে পারি নে। বা প্রিয়ম্বদা, দেখ দেখ।

প্রিয়। কি ভাই?

শকু। অসময়ে মাধবী লতার কত কুঁড়ী ধরেছে।

প্রিয় ও অন। কৈ, কৈ, তাই তো বটে। সব ডালেই একেবারে কুঁড়ী ধরেছে।

প্রিয়। ভাই শকুন্তলা, মাধবী লতার মুকুল হয়েছে, তোমার ও বিয়ের দিন এসেছে।

শকু। (অল্প বিরক্তির সহিত) তুমি তামাসা বই আর জান না।

প্রিয়। যথার্থ আমি তামাসা করছি নে। এ আমার মনগড়া কথা নয়, আমি মহর্ষির আপন মুখে শুনেছি, তাই বলছি।

অন। আমিও শুনেছি। মহর্ষি বলেছিলেন, মাধবী লতার

ফুল ফুটলে শকুন্তলার বিয়ে হবে। শকুন্তলা, তুমি কি শোন নি?

প্রিয়। না শুনলে কি ওঁর মাধবী লতার প্রতি এত মমতা হত।

শকু। মাধবী লতাটী আমার ভগিনী, আমি তাকে ভাল বাসব না? [জল সেচন।

দুষ্ম। (স্বগত) শকুন্তলার মাতা কি ব্রাহ্মণকন্যা? তা হলে দেখবা মাত্রই এঁর প্রতি আমার অনুরাগ জন্মাবে কেন? ইনি ক্ষত্রজাকন্যা—সাধুজনের সন্দেহ অনেক সময়ে প্রবৃত্তির দ্বারা দূর হয়।

শকু। (অস্থির হইয়া) ভ্রমরটা বড় দেখ করলে। মর, আমার মুখের চারি দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। [হস্ত দিয়া ভ্রমরকে দূর করিবার নিষ্ফল চেষ্টা]

দুষ্ম। (স্বগত) পুরবাসিনী রমণীরা কখনও কখনও সৌন্দর্য্য দেখাবার জন্য ছলক্রমে নানারূপ ভাব ভঙ্গি করে থাকে। কিন্তু এই কাননবাসিনী ভয়বিহ্বলা সরলা বালিকার স্বাভাবিক ভ্রূকুটী ও নয়নচাঞ্চল্য দেখে হৃদয় মোহিত হল।

শকু। যা, যা, যা।

দুষ্ম। ভ্রমর, তুমি অতি ভাগ্যবান। তুমি ঐ সুবিস্তৃত নয়নের অতি নিকটে গিয়ে কি অপূর্ব্ব শোভাই দেখছ। তোমার মনোহর গুণ গুণ স্বর আনন্দে মধুময়ীকে শুনাচ্ছ। তুমি সুখে ভাসছ, আমার মন সন্দেহে আন্দোলিত হচ্ছে।

শকু। যা, যা, যেখানে যাই সেই খানেই আসে যে। জ্বালাতন করে মারলে। যা, যা। যায় না যে। (সানুনয়ে) তোমরা আমাকে দুষ্টের হাত হতে রক্ষা কর।

প্রিয়। (ঈষৎহাস্য করিয়া) দুষ্টের দমনকারী দুষ্মন্তই এই তপোবনের রক্ষক, তাঁকে ডাক। আমরা দুষ্টের কি করতে পারি?

দুষ্ম। (স্বগত) এদের নিকট যাবার এই উত্তম সময়। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) ভয় নাই, (কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্‌গামী হইয়া স্বগত) এ কথা শুনে পাছে আমায় জানতে পারে। যাক, জানতে পারলে কৌশলে কাটিয়ে দেব এখন।

শকু। আপদ যে ছাড়ে না। (অগ্রসর হইয়া মুখ ফিরান) যা, যা, যা। আমাকে রক্ষা কর। ভাই, তোমাদের পায়ে ধরি, আমাকে রক্ষা কর।

দুষ্ম। (অগ্রসর হইয়া) পৌরবরাজ সিংহাসনাধিরূঢ় থাকতে কার সাধ্য যে সুকুমারী তাপসকন্যার প্রতি অন্যায়াচরণ করে?

[বালিকা ত্রয়ের চমকিত হওয়া]

অন। (শঙ্কিত ভাবে) মহাশয়, এমন কিছুই নয়। এই ভ্রমরটা সখীকে বিরক্ত করছে।

[হস্তদ্বারা ভ্রমরকে দূর করন।]

দুষ্ম। (শঙ্কিত ভাবে শকুন্তলার প্রতি) মহর্ষিকন্যা, তপস্যার মঙ্গল তো?

শকু। (নিরুত্তর)

প্রিয়। আপনি আতিথ্য স্বীকার করলে আমাদের তপস্যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হবে। শকুন্তলা, যাও কুটীর হতে শীঘ্র অর্ঘ্য-পাত্র আন। (বারি প্রদান করিয়া) পা ধুন।

দুষ্ম। (শকুন্তলার প্রতি) তাপসকন্যা, আমার জন্য আর কষ্ট নিতে হবে না। তোমাদের মধুর সম্ভাষণই যথেষ্ট আতিথ্য।

অন। মহাশয়, এই বেদীর উপর বসে বিশ্রাম করুন।

দুষ্ম। তোমরাও তো শ্রান্ত হয়েছ—(হস্ত দ্বারা বসিতে বলা)

প্রিয়। অনসূয়া, শকুন্তলা, বস।

[সকলের উপবেশন]

শকু। (স্বগত) মন আজ হঠাৎ এমন হল কেন? কখনও তো এমন হয় নি।

দুষ্ম। (ক্রমান্বয়ে প্রত্যেককে দেখিয়া) তোমাদের বয়সের ও সৌন্দর্য্যের যেমন মিল, মনেরও তেমনই মিল। তিন জনকে তিনবারে দেখলে এক জন বলে ভ্রম হতে পারে।

প্রিয়। (জনান্তিকে অনসূয়ার প্রতি) ইনি কে? যেমন মনোহর-গম্ভীর-প্রকৃতি, তেমনই সুচতুর, সুমিষ্টভাষী—কোন বড় লোক হবেন।

অন। (জনান্তিকে প্রিয়ম্বদার প্রতি) জিজ্ঞাসা কর না।

প্রিয়। (জনান্তিকে) আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করছি। (প্রকাশে)

আপনার মিষ্টালাপে আপনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা হয়েছে, তাই সাহস করে একটী কথা জিজ্ঞাসা করছি।

দুষ্ম। ভাল জিজ্ঞাসা কর।

প্রিয়। আপনার দ্বারা কোন্ বংশ উজ্জ্বল হয়েছে? কোন্ দেশকে বা কাঁদিয়ে আপনি বনে এসেছেন? কেনই বা শরীরকে কষ্ট দিয়ে বনবাসীদিগের আশ্রমে আগমন করেছেন?

শকু। (স্বগত) আমারই মনের কথা প্রিয়ম্বদা জিজ্ঞাসা করেছে।

দুষ্ম। (স্বগত) প্রকাশ করি কেমন করে? গোপনই বা রাখি কেমন করে? (চিন্তা করিয়া) উভয় পার্শ্বে আবর্ত্ত, মধ্য স্থান দিয়ে যাওয়া অতি কঠিন। এই রূপই বলি। (প্রকাশে) পৌরবরাজের শাসনে তপোবনে মহর্ষিগণ নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মাচরণ করতে পারছেন কি না তাই দেখতে এসেছি।

প্রিয়। আজ তপোবনবাসীদের বড় শুভ দিন।

[শকুন্তলার একবার দুষ্মন্তের, একবার অনসূয়ার প্রতি সলজ্জ ভাবে দৃষ্টি]

প্রিয়। আহা, আজ যদি মহর্ষি তপোবনে থাকতেন—

শকু। (জনান্তিকে) তা হলে কি হত?

প্রিয়। যা দিবার তাই দিয়ে আজ অতিথি সৎকার করতেন।

শকু। (কাল্পনিক ক্রোধের সহিত জনান্তিকে) যাও,

যাও। আমি কি তোমার অভিপ্রায় বুঝি নে? হয় চুপ কর, না হয় আমি এখান হতে উঠে যাই। [সরিয়া বসা]

দুষ্ম। তোমার সখীর সম্বন্ধে একটী কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হচ্ছে।

প্রিয়। ইচ্ছা হচ্ছে, জিজ্ঞাসা করুন—আপনি জিজ্ঞাসা করবেন, এ তো অনুগ্রহ।

দুষ্ম। মহর্ষি কণ্ব তো চিরব্রহ্মচারী, অথচ ইনি তাঁর কন্যা. এ কেমন করে হতে পারে?

প্রিয়। এ কথা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। শুনুন—কৌশিক নামে মহাতপা একজন রাজা আছেন।

দুষ্ম। তুমি রাজর্ষি কৌশিকের কথা বলছ?

প্রিয়। আজ্ঞা হাঁ। ইনি তাঁরই কন্যা। কণ্ব এঁকে বনের মধ্যে কুড়িয়ে পেয়ে প্রতিপালন করেছেন।

দুষ্ম। বটে! কুড়িয়ে পেয়েছেন, শুনে আরও কিছু জানতে ইচ্ছা হচ্ছে—

প্রিয়। শুনুন, আমি সবই বলছি। কৌশিকের তপস্যা দেখে দেবতাদের হিংসা হয়েছিল—

দুষ্ম। হাঁ, দেবতাদের এ গুণটী বিলক্ষণ আছে। তার পর?

প্রিয়। তার পর রাজর্ষির যোগভঙ্গ মানসে দেবতারা বিদ্যাধরী মেনকাকে পাঠালেন—

[লজ্জা প্রকাশ।]

দুষ্ম। আর বলতে হবে না, বুঝেছি। মেনকার গর্ভে রাজর্ষির ঔরষে এই সৌন্দর্য্যময়ীর জন্ম হয়েছে?

অন। আজ্ঞা হাঁ।

প্রিয়। সখী আমাদের স্বর্গের অমৃত সরোবরের কনক-পদ্ম, এখন তপোবন শোভিত করেছেন।

দুষ্ম। তাই তো বলি। তরলপ্রভা সৌদামিনী কি মলিন পঙ্ক হতে উঠতে পারে? মানুষীর গর্ভে কি এমন বিদ্যারূপিনীর জন্ম হতে পারে? (শকুন্তলার লজ্জায় অবনত-মস্তক হওন) (স্বগত) এতক্ষণে আশার সঞ্চার হল। এ অনল-শিখা নয়, মহারত্ন, হৃদয়ে ধারণ করলে জীবন সফল হয়। কিন্তু একটী সন্দেহ আছে, কণ্ব যদি অন্য কাহাকেও কন্যা দান করতে মনন করে থাকেন।

প্রিয়। বোধ হচ্ছে আপনি আরও কিছু জিজ্ঞাসা করবেন।

দুষ্ম। পবিত্র ভাগিরথীজলে অবগাহন করতে কার না ইচ্ছা? তোমাদের সখীর সুমধুর চরিত শুনতে বড় কৌতূহল হচ্ছে। তাই আরও কিছু জিজ্ঞাসা করব।

প্রিয়। আজ্ঞা করুন, ভাবছেন কি? তপোবনবাসিনী-দিগেকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কুচিত হবেন না।

দুষ্ম। তোমাদের সখী কি চিরকৌমার ব্রত অবলম্বন করে প্রিয়সঙ্গিনী হরিণীগণের সঙ্গে চিরদিন বাস করবেন এই স্থির করেছেন?

প্রিয়। মহর্ষির ইচ্ছাই সখীর ইচ্ছা। সম্প্রতি মহর্ষির বাসনা হয়েছে শকুন্তলাকে একটী যোগ্য পাত্রে অর্পণ করবেন।

দুষ্ম। কাহাকেও—কি—মনোনীত করেছেন?

অন। না।

দুষ্ম। (স্বগত) হৃদয়, তুমি এতক্ষণে জীবিত হলে। আশা, তোমার চারিদিক সুপ্রসন্ন হল।

[শকুন্তলার গাত্রোত্থান।

অন। শকুন্তলা, উঠলে যে?

শকু। (অর্দ্ধস্ফুট ভাবে) যাই—প্রিয়ম্বদা—কি—নির্লজ্জ।

অন। অতিথিকে এমন করে ফেলে যেও না।

[শকুন্তলার গমনোদ্যম।

দুষ্ম। (স্বগত) চললেন? (গাত্রোত্থান করিয়া পুনর্ব্বার উপবেশন) কি করতে যাচ্ছিলেম? অনুরাগীর ইচ্ছাও যেমন কার্য্যও তেমনই—কোনটীই বিবেচনার অধীন নয়।

প্রিয়। শকুন্তলা, বলি যাও কোথায়?

শকু। আমায় ধরে রাখে কে?

প্রিয়। (গাত্রোত্থান করিয়া) আমার দুকলসী জল ধার তা মনে আছে? আগে তা শোধ কর, তার পর যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও। [হস্ত ধারণ।

দুষ্ম। শকুন্তলা বৃক্ষে জলসেচন করে বড় ক্লান্ত হয়েছেন, বাহু দুটী নেতিয়ে পড়ছে, হাত দুখানি কলসী

ধরে লাল হয়ে গিয়েছে। ওকে ছেড়ে দেও, আমি ওঁর ঋণ পরিশোধ করছি।

শকু। ছি প্রিয়ম্বদা, তুমি কি একেবারে লজ্জার মাথা খেয়েছ? আমায় ছেড়ে দেও।

দুষ্ম। আমি ওঁর ঋণ পরিশোধ করছি। (অঙ্গুরীয় প্রদান ও তদ্দর্শনে সখীদ্বয়ের পরস্পরের মুখাবলোকন) অঙ্গুরীয় দেখে আশ্চর্য্য হচ্ছ? এটী পৌরবরাজের, এখন আমার।

প্রিয়। বনবাসিনীদিগের অলঙ্কারে কি প্রয়োজন? আপনি এটী রাখুন। [অঙ্গুরীয় প্রত্যর্পণ] আপনকার মধুর বাক্যেই শকুন্তলার ঋণ পরিশোধ হল।

অন। শকুন্তলা, তুমি মহারাজ—মহাত্মার দ্বারা ঋণমুক্ত হলে।

প্রিয়। এখন তুমি সচ্ছন্দে চলে যেতে পার।

শকু। (স্বগত) এখন পা সরে না যে। (প্রকাশে) তুমি যেন আমায় ছেড়ে দিলে ছেড়ে দিতে পার, ধরে রাখলে রাখতে পার।

দুষ্ম। (স্বগত) এঁতে অনুরাগের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। যাচ্ছেন, যেতে পারছেন না; কথা কচ্ছেন না, কিন্তু শুনছেন এক মনে; শুনছেন তবু যেন শুনছেন না, দেখছেন তবু যেন দেখছেন না।

[নেপথ্যে] আশ্রম মৃগদিগকে রক্ষা কর। রাজা দুষ্মন্ত

তাদের অনুসরণ করে তপোবনে প্রবেশ করেছেন—এলেন, এলেন, এ দিকে এলেন। অশ্বের পদশব্দ শোনা যাচ্ছে, কি ধূলাই উড়ছে, অশ্ব মনুষ্য কিছুই দেখা যায় না।

দুষ্ম। (স্বগত) এদের কি বিবেচনা নাই, চক্ষু নাই? তপোবনে কি এমন ভাবে প্রবেশ করতে হয়? দেবতারাও সাবধানে তপোবনে প্রবেশ করেন।

[নেপথ্যে] সাবধান, সাবধান, দুষ্মন্তের রথ দেখে উন্মত্ত হয়ে একটা বন্য হস্তি ঐ দিকে দৌড়েছে, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ-শাখা ভেঙ্গে, মোটা মোটা লতা ছিড়ে নিয়ে ঐ দিকে দৌড়েছে। আমাদের তপস্যা ভঙ্গ হল, আশ্রম মৃগেরা চারি দিকে পালাচ্ছে।

দুষ্ম। (স্বগত) বিনা দোষে আজ তপোবনবাসী-দিগের বিরাগভাজন হতে হল। আমার এখনই যেতে হয়েছে।

প্রিয়। চল আমরা কুটীরে যাই, কি জানি যদি এ দিকে এসে পড়ে।

শকু। [আস্তে আস্তে গমন করিয়া] পার্শ্বে হঠাৎ বেদনা ধরল? (পশ্চাতে অবলোকন)।

দুষ্ম। তোমাদের কোন ভয় নাই, শীঘ্র তোমাদের ভয়ের কারণ দূর করছি।

প্রিয়। আমরা আপনকার যথোচিত সম্মান করতে পারলেম না। আমাদের দোষ ক্ষমা করবেন। আপনি

যাচ্ছেন, সাহস করে বলতে পারি নে যে এখানে পুনর্ব্বার অনুগ্রহ করে—

দুষ্ম। মহজ্জনে আপনার গুণ দেখতে পায় না। তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাতেই আমি চরিতার্থ হয়েছি।

শকু। (পশ্চাতে দৃষ্টি) অনসূয়া আমার পায়ে কুশাঙ্কুর ফুটল। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) কুরবকের ডালে আমার বাকল বেধেছে, ছাড়িয়ে দেও না বোন।

[তাপসকন্যাত্রয়ের প্রস্থান।

দুষ্ম। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) চলে গেছেন, আমিও যাই। এ স্থানটীকে আমার নিকট অতি রমণীয় করে রেখে গেলেন। এ স্থানটী আর ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হচ্চে না—শকুন্তলা এ লতাটীতে জল দিচ্ছিলেন—তুমি শকুন্তলার যতনের ধন। থাক, শকুন্তলাকে নিয়ে সুখে থাক। যাই। এখনও যেন সেই প্রেমমাখা আঁখি দুটী দেখতে পাচ্ছি। নির্ম্মলহৃদয় ললনার প্রেমপ্রফুল্ল নয়নের তুল্য সুন্দর বস্তু ত্রিভুবনে আর কিছুই নাই। চক্ষু সে শোভা দর্শনে বঞ্চিত হল। মন, তুমিই দেখ, নিয়ত দেখ। শরীর চলল, কিন্তু রথপতাকার ন্যায় আমার হৃদয় পশ্চাতের দিকে ফিরে রইল।

[নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবিরের সম্মুখ।

মাধব্যের প্রবেশ।

মাধ। (স্বগত) পৃথিবী একটী প্রকাণ্ড বাতুলাশ্রম।

পাগলামী হয় হলে,

পাগলামী যায় মলে।

মানুষের আর একটী নাম বাতিকগ্রস্ত জীব। এই যে প্রবল-প্রতাপ মহারাজ দুষ্মন্ত, ইনি কি না রাজভোগ ফেলে বনে এসেছেন মৃগয়া করতে। এ বাতিক, বাতিক, মহাবাতিক। ভারতরাজ এখন হয়ে পড়েছেন ব্যাধরাজ। কেবল রাতদিন বুনো জন্তুর অষ্টোত্তর শত নাম মুখে লেগে রয়েছে। আমরা হয়েছি হেপায় পাগল। সঙ্গে আসাত হয়েছে, না এসে করি কি? আমরা পরগাছা বই তো নই, গাছ নড়ল তো আমরা নড়লাম। কিন্তু মহারাজের হচ্ছে আমোদ, আমরা যাই প্রাণে মারা। দুপহরের সময়, যখন ছায়া এসে গাছ তলায় আশ্রয় নেয়, তখন আমরা বুনো জন্তুর মত বুনো জন্তুর সঙ্গে দৌড়া দৌড়ি করি। উপরে আগুন, নীচের আগুন, তাতে আবার মাঝখানে আগুন (উদরে হস্ত প্রদান)। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হয়, তখন মনের সাধে খাও ধূলো, গরমাগরম ধূলো। অবশেষে

আধমরা. হয়ে শিবিরে ফিরে এসে খাও কতক গুলো আধসিদ্ধ মাংস, এ তো খাওয়া নয় দন্তের উৎকট পরীক্ষা। রাত্রে নিদ্রা হয় না, তাতে আবার রাত পোহাবার তিন প্রহর আগে, "ওঠ, ওঠ, ওঠ," এই চীৎকারে নিদ্রা সাগর-পারে প্রস্থান করে। এ দুর্দ্দশার কি শেষ হবে? তাতে আবার মহারাজকে এক নূতন মহাবাতিকে ধরেছে। কোথা-ইকার এক মুনিকন্যা তাঁর সমস্ত পদার্থ হরণ করেছে।

মেয়ে মানুষে যারে পায়,
তারে অজগরে খায়।

মেয়ে মানুষের কি ক্ষমতা! তপোবনে অর্দ্ধাহারে থাকলেও সে ক্ষমতা যায় না। হিমালয়ের পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা সম্ভব কিন্তু মহারাজের এখন রাজধানীতে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই। এই ভাবনায় আমি কাল রাত্রে চোকের পাতা বুজতে পারি নি। এই যে এ দিকে আসছেন, প্রেমের ভাব, মৃগয়ার বেশ। আসছেন প্রেমে ডুবু ডুবু হয়ে।

[অবনত ভাবে দণ্ডায়মান হওয়া]

[দুষ্মন্তের প্রবেশ।]

দুষ্ম। (দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত স্বগত) মহারত্ন কি লাভ হবে? অনুরাগ সে কোমল হৃদয়ে প্রবেশ করেছে। আমার যে ইচ্ছা তাঁরও সেই ইচ্ছা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) প্রণয়ী এইরূপ মধুর কল্পনায় আপন মনকে ভুলিয়ে থাকে। কিন্তু এটী কি কল্পনা? না। যখন আমি সখীদের সঙ্গে

আলাপ করতে লাগলেম ঐ বিশাল চক্ষু দুটীতে অনুরাগের কি অপূর্ব্ব খেলাই দেখলেম। বাহু দুটী যখন নাড়লেন, বোধ হল যেন সে দুটী অনুরাগে অবসন্ন হয়ে পড়েছে। সখীরা যখন তাঁকে যেতে নিষেধ করলে সুধাময়ীর ক্রোধও তাঁর অনুরাগের পরিচয় দিলে।

মাধ। (করুণ স্বরে) আ—হ! মহারাজের—আ—হ! হাত তুলতে পারছি নে—মহারাজের—জয়—হক। শুদ্ধ মুখে আশীর্ব্বাদ করলেম, হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করতে পারলেম না।

দুষ্ম। বয়স্য মাধব্য, তোমার হাতে কি হয়েছে?

মাধ। (করুণ স্বরে) আপন হাতে চোকে গোঁজা মেরে জিজ্ঞাসা করছেন চোকে জল পড়ে কেন!

দুষ্ম। তোমার কথা বুঝতে পারলেম না, পরিষ্কার করে বল।

মাধ। ঐ যে বেত গাছ দেখছেন, ও আপনি নুয়ে পড়েছে না ওকে কেউ নুয়িয়ে দিয়েছে?

দুষ্ম। স্রোতেই ওকে নুয়িয়েছে।

মাধ। আমাকেও মহারাজ নুয়িয়েছেন।

দুষ্ম। কেমন করে?

মাধ। আপনকার সঙ্গে বনে বনে দৌড়া দৌড়ি করে হাড় গোড় ভেঙ্গে অষ্টাবক্র ঋষি হয়ে পড়েছি। (সানুনয়ে) মহারাজ, গরিব ব্রাহ্মণকে একটী দিনের জন্য বিশ্রাম

করতে দিন। তা হলে, বলছি, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে আপনকার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে। হাত তুলতে পারছিনে।

দুষ্ম। (স্বগত) তা কি হবে?

মাধ। কি আজ্ঞা করেন?

দুষ্ম। (স্বগত) মৃগয়ায় তোমারও যেমন বিতৃষ্ণা আমারও তেমনই বিতৃষ্ণা জন্মেছে। যে হরিণীগণ শকুন্তলার সঙ্গে এক কাননে বাস করে, যাদের নেত্রের প্রতি দৃষ্টি করলে সেই প্রফুল্লবদনার নয়নের কথা মনে পড়ে। কোন্ প্রাণে তাদের উপর শর নিক্ষেপ করি?

মাধ। উত্তর নাই। ব্রাহ্মণের কপাল! আমি অরণ্যে রোদন করলেম। মহারাজ, মহারাজ, মহারাজ!

দুষ্ম। উঁ?

মাধ। মহারাজ, কি চিন্তা করছিলেন?

দুষ্ম। কেমন করে আমার বয়স্যের ইচ্ছা পূর্ণ করব, তাই ভাবছিলেম।

মাধ। মহারাজ, চিরজীবী হন।

দুষ্ম। শোন।

মাধ। আজ্ঞা করুন—

দুষ্ম। তুমি বাস্ত, বিশ্রাম কর গিয়ে—

মাধ। আজ মৃগয়ায় যেতে হবে না?

দুষ্ম। না।

মাধ। বাঁচলেম। মহারাজ, রণে বনে—(মহাস্যে) তপোবনে জয় লাভ করুন।

দুষ্ম। বিশ্রামের পরে তোমার একটী কার্য্য করতে হবে, সে কার্য্যে কোন পরিশ্রম নাই।

মাধ। দক্ষিণ হস্তের মহাকার্য্য ?

দুষ্ম। সময়ে জানতে পারবে।

মাধ। যে আজ্ঞা।

দুষ্ম। কে আছ ? এ দিকে এস।

[প্রতীহারীর প্রবেশ।]

প্রতী। কি আজ্ঞা মহারাজ ?

দুষ্ম। সেনাপতিকে আসতে বল।

প্রতী। যে আজ্ঞা।

[নেপথ্যে] আসুন, আমি আপনাকে ডাকতে যাচ্ছিলেম।

সেনাপতির প্রবেশ।

সেনা। (স্বগত) মহারাজ মৃগয়ার কষ্টে এত ক্লিষ্ট হয়েছেন যে দুই প্রহরের রৌদ্রেও তাঁর মুখ রক্তবর্ণ হয় না। সুবিশাল বৃক্ষ পুষ্পপত্রহীন হলেও তাহার উন্নত ভাব যায় না। (প্রকাশে) মহারাজের জয় হক। এই বনে স্থানে স্থানে অতি প্রকাণ্ড হিংস্র জন্তুর পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে। মহারাজ, মৃগয়ার উদ্যোগ হয়েছে।

দুষ্ম। ভদ্রসেন, নীতিজ্ঞ মাধব্য মৃগয়ায় যেতে নিষেধ করছেন।

সেনা। মহারাজ, ভীরুর উপদেশ প্রলাপ বাক্য। মৃগয়ায় যে কি আনন্দ, ক্ষীণজীবী ভীরু ব্রাহ্মণ তা কি বুঝবে? মৃগয়ায় শরীর শীর্ণ হয় বটে কিন্তু তাহার জড়তা ঘুচে যায়। মৃগ যখন প্রাণ ভয়ে পলায়ন করে, যখন তাহার শরীরের অবয়ব লক্ষিত হয় না, শুদ্ধ বেগমাত্র অনুভব হয়, তখন তাহার অনুসরণ করার আমোদ আলস্যপরায়ণ ব্রাহ্মণ কি বুঝবে? যখন হিংস্র ব্যাঘ্র ক্রোধভরে বিকট দন্ত নির্গত করে আক্রমণ করতে আসে তাকে শরসন্ধানে ভূশায়ী করা কত আনন্দকর কাপুরুষ ব্রাহ্মণ তা কি বুঝবে?

মাধ। অমন আনন্দে আমার নমস্কার (তথা করন)। যাও যাও, তুমি এইক্ষণই মৃগয়ায় যাও, ব্যাঘ্র ভল্লুকের উপকার কর গিয়ে। বাপ রে, যা দেখলেই প্রাণ উড়ে যায়, তাকে মারতে যাওয়া!

দুষ্য। ভদ্রসেন, আমরা তপোবনের অতি নিকটে। আজ মৃগয়ায় প্রয়োজন নাই। আজ নির্ব্বিঘ্নে মহিষেরা জলাশয়ে ক্রীড়া করুক। মৃগকুল নির্ভয়ে বৃক্ষছায়ায় শুয়ে রোমন্থ করুক। বরাহ সকল মন সাধে পল্বলতীরস্থ অর্দ্ধশুষ্ক পঙ্কে দন্ত দ্বারা মুস্তা অন্বেষণ করুক। আমার ধনুর্ব্বাণও আজ বিশ্রাম লাভ করুক।

সেনা। যে আজ্ঞা।

দুষ্য। সেনাপতি।

সেনা। আজ্ঞে।

দুষ্ম। সেনাগণকে সাবধান হতে বল গিয়ে; যেন যোগ-পরায়ণ তাপসদিগের প্রতি কোন অত্যাচার না হয়। তপস্বী-গণ শান্তস্বভাব, কিন্তু তাঁহাদিগের ক্রোধ উদ্দীপিত হলে কাহারও নিস্তার নাই। সূর্য্যকান্ত মণি স্বভাবতঃ শীতল-স্পর্শ কিন্তু রবিকর সংযোগে তা হতে দিকদগ্ধনাশক অগ্নির উৎপত্তি হতে পারে।

সেনা। যে আজ্ঞা।

মাধ। (স্বগত) কেমন, মৃগয়ার আমোদ কর গিয়ে।

[সেনাপতি ও প্রহরীর প্রস্থান।

মহারাজ, এতক্ষণে রঙ্গভূমি পরিষ্কার হল, একটী মাছিও নাই। মহারাজ, বসুন, এই পাথর খানাকে সিংহাসন করুন, আর এই পত্রযুক্ত গাছের ডাল চন্দ্রাতপ হক। পরিশ্রম হয় না এমন কি কাজের কথা বলছিলেন?

দুষ্ম। বস বলছি। (উভয়ের উপবেশন।) ভাই মাধব্য, একটী বড় দেখবার জিনিষ তুমি দেখ নাই।

মাধ। কেন? আপনি তো আমার সম্মুখে।

দুষ্ম। মাধব্য সে রূপ তুমি কখনও দেখ নি। আ শকু-ন্তলা, তুমি কাননের শোভা, জগতের শোভা।

মাধ। (স্বগত) এ আগুণে আহুতি দেওয়া উচিত নয়। (প্রকাশে) তাঁর কথা বলে আপনার লাভ কি? তিনি ব্রাহ্মণ-কন্যা, আপনি ক্ষত্রিয়।

দুষ্ম। নবোদিত চন্দ্রকে পাবে বলে কি লোকে তার

প্রতি দৃষ্টি করে? কিন্তু এটী ঠিক জেন দুষ্মন্ত যে বস্তু পেতে পারে না, তা পেতে ইচ্ছাও করে না।

মাধ। বলেন কি? শকুন্তলা যে কণ্বদুহিতা।

দুষ্ম। ক্ষত্রিয়ের ঔরষে বিদ্যাধরী মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়, কণ্বমুনি পালন করছেন মাত্র।

মাধ। (সহাস্যে) তাই যেন হল, আম্র ফেলে আপনকার তেতুল খেতে সাধ হল কেন?

দুষ্ম। তুমি চোকে দেখলে কখনই এরূপ প্রলাপ বকতে না।

মাধ। অবশ্য, রাজার যা মনে ধরে, তা সাধারণ জিনিষ নয়।

দুষ্ম। বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে এমন মহারত্ন আর একটী নাই। সকল সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য্য একত্র করে বিধাতা সে রূপ কল্পনা করেছিলেন।

মাধ। ইনি রূপে রমণীসমাজকে পরাজয় করেছেন? (স্বগত) ভারতরাজকে তো পরাজয় করেছেনই।

দুষ্ম। তা আর বলতে? কার এমন ভাগ্য যে এই নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্য্য, এই সুকুমার নব-পল্লব, এই সৌরভাণয় কুসুম-কলিকা, এই শোভাময় সুনির্ম্মল পরশমণি, এই দেব-নর-দুর্লভ অমৃত, এই দ্যুলোক ভূলোকের সার পদার্থ লাভ করে কৃতার্থ হবে?

মাধ। আর বিলম্ব করবেন না। কি জানি পাছে আপন-

কার দ্যুলোক ভূলোকের সার পদার্থ কোন জটাধারী বাকল-পরা বনবাসীর হস্তগত হয়।

দুষ্ম। শকুন্তলা আপন ইচ্ছাধীন নন, আর মহর্ষি কণ্ এখন আশ্রমে নাই।

মাধ। শকুন্তলার কি আপনার প্রতি অনুরাগ জন্মেছে?

দুষ্ম। তাপসকন্যারা স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা। তবুও শকুন্তলা কেউ না দেখতে পায় এমন ভাবে তাকিয়ে দেখলেন, ঈষৎ হাস্য করলেন, হঠাৎ অন্য বিষয়ের কথা এনে ফেললেন। প্রণয়ের রীতি এই, প্রকাশ হতেও চায় না, গোপন থাকতেও পারে না।

মাধ। শকুন্তলার প্রণয়ের তবে ন্যায়শাস্ত্রানুযায়ী প্রমাণ পেয়েছেন? (হাস্য)

দুষ্ম। সখীগণ সঙ্গে যখন চলে গেলেন তখন অপার সৌন্দর্য্য প্রকাশ হল, আমার অনুরাগ-সাগর উথলে উঠল। আহা, কুশাঙ্কুরে কোমলাঙ্গীর চরণ ক্ষত হল, কি বেদনাই পেলেন, তখন আবার আমার প্রতি দৃষ্টি করলেন। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হলেন, থামলেন, কুরুবকের শাখায় বল্কল বেধেছে বলে আর একবার ফিরে চাইলেন।

মাধ। (সহাস্যে) মৃগয়া করতে এসে নিজে ফাঁদে পড়েছেন, আষ্টে পিষ্টে জড়িয়ে পড়েছেন। শকুন্তলা একবার দেখলেন, দুবার দেখলেন, কত বার দেখলেন। এখন মহারাজকে কে হস্তিনায় ফিরিয়ে নে যায়?

দুষ্ম। আমি যে কার্য্যের কথা বলছিলেম সেটী এই, তুমি সুচতুর ব্রাহ্মণ, কি কৌশলে পুনর্ব্বার তপোবনে প্রবেশ করি সেইটে ঠাওরাও দেখি।

মাধ। তার ভাবনাটা কি? আপনি হচ্ছেন রাজা—

দুষ্ম। তাতে কি?

মাধ। তাপসদিগকে বলুন গিয়ে "কর আদায় করতে এসেছি" এই বলে তপোবনে প্রবেশ করুন।

দুষ্ম। বল কি মাধব্য? তাও কি হয়!

[প্রতীহারীর প্রবেশ।]

প্রতী। মহারাজের জয় হোক। দুটী তাপসকুমার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।

দুষ্ম। তাঁদের নিয়ে এস।

প্রতী। যে আজ্ঞা। [প্রস্থান।

[তাপসদ্বয় সঙ্গে প্রতীহারীর পুনঃপ্রবেশ।]

প্র, তা। কি প্রশান্ত প্রভাব! প্রতাপ ধর্ম্ম একত্রে। এমন মহাত্মার গুণকীর্ত্তন মর্ত্ত্য হতে স্বর্গে উত্থিত হয়, স্বর্গ হতে মর্ত্ত্যে অবতরণ করে। কবিগণ ইঁহার নামোল্লেখ করে বলে থাকেন ইনি ধার্ম্মিক নরপতি, কিন্তু আমরা বলি ইনি তাপসপ্রধান নরপতি।

দ্বি, তা। ইনি মহাত্মা নৃপশ্রেষ্ঠ দুষ্মন্ত?

প্র, তা। হাঁ।

দ্বি, তা। ইনি নীলাম্বু-সাগর-বেষ্টিত পৃথিবীর রাজা হবেন এ আশ্চর্য্য নয়। অসুর যুদ্ধে দেবতারা ইন্দ্রের বজ্র অপেক্ষা ইঁহার ধনুর্ব্বাণসহায়ে সহজে জয় লাভ করতে পারেন।

দুষ্ম। প্রণাম।

তা, উভয়ে। জয়োস্তু।

দুষ্ম। কি মানসে দাসের নিকট আগমন হয়েছে?

প্র, তা। তপোবনবাসীরা আপনাকে আশীর্ব্বাদ করে এই কথা বলে দিয়েছেন—

দুষ্ম। তাঁদের অনুমতি কি?

প্র, তা। কুলপতি কণ্ব আশ্রমে না থাকাতে রাক্ষসেরা তাঁহাদের তপস্যার বিঘ্ন জন্মাচ্ছে। আপনি অনুগ্রহ করে কয়েক দিন তপোবনে অবস্থিতি করুন।

দুষ্ম। যে আজ্ঞা।

মাধ। (স্বগত) ভাল সময়ে ভাল প্রস্তাব। চোরে পেলে খোলা দোর।

প্র, তা। ধরণীরক্ষক আমাদিগকে রক্ষা করতে সম্মত হবেন না তো কে হবে?

দ্বি, তা। পুরুবংশীয়েরা চিরদিনই সকলের নিকট এই রূপ অভয়দাতা।

দুষ্ম। আপনারা অগ্রসর হন, আমি আস্‌ছি।

তা, উভয়। মহারাজের জয় হউক।

দুষ্ম। মাধব্য, শকুন্তলাকে দেখতে যাবে কি?

মাধ। প্রথমে দেখবের ইচ্ছা ছিল কিন্তু রাক্ষসের কথা শুনে আর সে ইচ্ছা নাই। চোকের সুখের জন্য কি প্রাণটা হারাব?

দুষ্ম। কোন ভয় নাই। আমি তোমার নিকটে থা-কব।

মাধ। রা—ক্ষ—স! শুনেই প্রাণ উড়ে গিয়েছে, দেখে না জানি কি হয়? আমি কোন মতেই যেতে পারব না।

[দূতের প্রবেশ।]

দূত। মহারাজের জয় হোক। রাজমাতা আজ্ঞা করে-ছেন—

দুষ্ম। কি আজ্ঞা করেছেন, করভ?

দূত। তাঁর পুত্রপিণ্ড ব্রত উদ্‌যাপনের আর চার দিন বিলম্ব আছে, আপনকার একবার হস্তিনায় যাওয়া আবশ্যক।

দুষ্ম। (সচিন্ত ভাবে) এক দিকে মাতৃআজ্ঞা অপর দিকে ব্রাহ্মণআজ্ঞা—কি করি?

মাধ। আপনার হল ত্রিশঙ্কুর স্বর্গবাস, না মর্ত্ত্যে না স্বর্গে।

দুষ্ম। কি করি, মাধব্য? (চিন্তা করিয়া) এক উপায় আছে। জননী আমাকে ও তোমাকে একত্রে পালন করেছেন, তুমিও তাঁর পুত্রতুল্য, তুমি রাজধানীতে গিয়ে আমার কর্ত্তব্য সমাধা কর গিয়ে। তুমি যাও, তাপসদিগের অনুজ্ঞার কথা মাতাঠাকুরাণীকে বল গিয়ে।

মাধ। আজ্ঞা, আমি যাচ্ছি। কিন্তু আপনি মনে করবেন না যে আমি রাক্ষসভয়ে আপনকার প্রস্তাবে সম্মত হচ্ছি।

দুষ্ম। তা করব কেন? তুমি এক জন মহাবীরপুরুষ।

মাধ। হুঁ! হব না কেন? আমি এখন রাজভ্রাতা হয়েছি।

দুষ্ম। শুদ্ধ এখন কেন? চিরকালই তো। সৈন্যসামন্তের অধিকাংশ তোমার সঙ্গে যাবে।

মাধ। (উদ্ধত ভাবে পরিক্রমণ করিয়া) আমাকে এখন কে পায়? আমি রাজার ভাই, রাজার প্রতিনিধি, ছোট রাজা। ওহে সৈনিকগণ, শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুত হও।

দুষ্ম। মাধব্য, তুমি এস, আমি তপোবনে যাই।

[প্রস্থান।

মাধ। সারথি, রথ প্রস্তুত কর। প্রতীহারি, সেনাপতি, দূত, এখনই প্রস্তুত হও। (স্বগত) বললে হয় না আমি এখন রাজার ভাই, রাজার প্রতিনিধি, ছোট রাজা, রাজপুত্র (জিহ্বা কর্ত্তন) কি বলে ফেলেছি।

[যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—০০০—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মালিনী-নদী-তট।

তাপসকুমারদ্বয়ের প্রবেশ।

প্র, তা। দুষ্মন্তের কি অতুল প্রতাপ! তপোবনে প্রবেশ করলেন, অমনই দুর্জ্জয় রাক্ষসেরা ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করলে। শর ক্ষেপ করতে হল না, ধনুক গ্রহণ করতে হল না, দুষ্মন্তের আগমনেই তপোবন পূর্ব্বের ন্যায় শান্তি-নিকেতন হল।

দ্বি, তা। মহারাজের নামে ত্রিভুবন কম্পমান শুনে-ছিলেম, আজ তা প্রত্যক্ষ দেখলেম।

প্র, তা। চল, এখন নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞের নিমিত্ত কুশ নিয়ে আসি।

[পদ্মপত্র হস্তে প্রিয়ম্বদার প্রবেশ।]

দ্বি, তা। প্রিয়ম্বদা, পদ্মপত্রে কি হবে?

প্রিয়। রৌদ্রের উত্তাপে শকুন্তলা কেমন হয়ে পড়েছেন, পদ্মের পত্র দিয়ে তাঁকে বাতাস দিতে হবে।

প্র, তা। আহা, শীঘ্র যাও, ভাল করে সুশ্রুষা কর গিয়ে। আর দেখ, সর্ব্বাঙ্গে উশীরপ্রলেপ দেও গিয়ে।

প্রিয়। অনসূয়া তা আনতে গিয়েছে।

দ্বি, তা। আমি মাতা গৌতমী দ্বারা মন্ত্রপূত বারি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[প্রিয়ম্বদা ও তাপসকুমারের প্রস্থান।

[বিষণ্ণ ভাবে দুষ্মন্তের প্রবেশ।]

দুষ্ম। (স্বগত) কণ্বের ইচ্ছাই শকুন্তলার ইচ্ছা। আশা হয়ছে, পূর্ণ হবে কি না বলতে পারি নে। আশা কি ছাড়ব? অসাধ্য। মন অধীর হয়েছে, শকুন্তলাকে না দেখে থাকতে পারে না। সূর্য্য এখন অগ্নি বর্ষণ করছেন, শকুন্তলা এখন সখীদের সঙ্গে মালিনীর তমালাচ্ছাদিত তীরে থাকলেও থাকতে পারেন। ঐ দিকেই যাই। (অগ্রসর হইয়া) শ্বেত বালুকায় পদচিহ্ন, পশ্চাদ্দিকে একটু অধিক চাপা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র—স্ত্রীলোকের—এ কি শকুন্তলার পদচিহ্ন? কে এখন এই বৃক্ষটীর ফুল তুলেছে। ছিন্ন পত্রগুলি এখনও অবসন্ন হয়ে পড়ে নি, ফুলের বোঁটা হতে এখনও রস নির্গত হচ্ছে—শকুন্তলা কি এই ফুল তুলেছেন, এই পাতা ছিঁড়েছেন? যদি এখানে থাকেন নিকটেই থাকবার সম্ভাবনা। আর একটু এগিয়ে দেখি।

[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মালিনী নদীর প্রস্রবণের নিকট।

মিশ্রকেশী ও বনদেবীর প্রবেশ।

মিশ্র। এই নেও পারিজাত-মালা।

বন। (মালা গ্রহণ করিয়া) বিদ্যাধরীগণ ও দেবতারা কি আসবেন?

মিশ্র। তাঁরা এইক্ষণই আসবেন। দেবি, বিবাহের স্থান উত্তমরূপ সুসজ্জিত হয়েছে কি?

বন। আমার যত দূর সাধ্য সুসজ্জিত করেছি। লতা-কুঞ্জে একটী শুষ্ক বা পুরাতন পত্র নাই, উত্তম রূপে নবপত্রে সুশোভিত করেছি। পুষ্প সমুদায় সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত। লক্ষ লক্ষ পুষ্প অবনত শীরে কুঞ্জের নিম্নদেশে শোভা পাচ্ছে, তাদের কেশর হতে পরাগ ভূতলে পড়ছে। শত শত ভ্রমর, শত শত প্রজাপতি সেখানে মনের সাধে ক্রীড়া করছে। লতাকুঞ্জের চতুপার্শ্বে দুর্ব্বাদল সকল নব বেশ ধারণ করেছে। কুঞ্জের উভয় পার্শ্বে তমাল বৃক্ষে ময়ূরময়ূরী নৃত্য করছে; শুক শারিকা, কোকিল কোকিলা সুমধুর গান করছে। পবন আমার অনুরোধে কাননের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হতে নানা পুষ্পের সুগন্ধ বহন করে লতা কুঞ্জে আনছেন।

মিশ্র। দুষ্মন্ত আর শকুন্তলাকে কি কৌশলে একত্র করবে?

বন। তা এখনই জানতে পারবে। চল আমরা লতাকুঞ্জে যাই।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

লতাকুঞ্জ।

শকুন্তলা শয়ানা, পার্শ্বে অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা উপবিষ্টা।

অন। (পদ্মপত্র বীজন করিয়া) শকুন্তলা, পদ্মপত্রের বাতাসে শরীর সুস্থ হচ্ছে?

শকু। (কাতর স্বরে) তোমরা কি বাতাস করছ? তোমাদের কত কষ্টই হচ্ছে।

[দুষ্মন্তের অন্তরালে প্রবেশ।]

দুষ্ম। (স্বগত) এ কি! শকুন্তলার কি কোন পীড়া উপস্থিত হয়েছে? আহা! কোমলাঙ্গী কি শীর্ণই হয়েছেন! হাত দুখানি নেতিয়ে পড়েছে, মৃণাল-বলয় ঢল্ ঢল্ করছে। মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে। আহা, কি কাতর ভাবেই সখীদের প্রতি দৃষ্টি করছেন।

প্রিয়। (জনান্তিকে) সেই মহাত্মাকে দেখা অবধি সখীর ভাবান্তর হয়েছে।

অন। (জনান্তিকে) ঠিক বলেছ। আমি স্পষ্ট করেই জিজ্ঞাসা করি। (প্রকাশে) শকুন্তলা, হঠাৎ এমন হলে কেন? খুলে বল না, বোন।

দুষ্ম। (স্বগত) কারণ এখনই জানা যাবে। আহা, উজ্জ্বল মৃণাল-বলয় শরীরের উত্তাপে ঈষৎ কৃষ্টবর্ণ হয়ে পড়েছে। এমন সুধারূপিনীর জন্যও পরমেশ্বর ব্যাধি সৃজন করেছেন।

শকু। (অর্দ্ধোপবিষ্ট হইয়া) কারণ জিজ্ঞাসা করছ? কারণ—কারণ কি?—কি বলব?

অন। শকুন্তলা আপন মনের ভাব আপনিই বুঝতে পারছেন না। শকুন্তলা, নব প্রণয়ের গল্প শুনেছ, এও বুঝি তাই? খুলে বল।

প্রিয়। বল শকুন্তলা, রোগ না জানলে কি তার প্রতিকার করা যায়?

শকু। আর সহ্য করতে পারি নে—বলতেও পারি নে।
(দীর্ঘ নিশ্বাস)

প্রিয়। সখি, স্থির হয়ে বল। না বললে হবে কেন? তোমার রোগ কত প্রবল হয়েছে, তুমি দেখতে দেখতে শীর্ণ হয়ে পড়ছ।

শকু। আর বলব কি? কেন আমার দুঃখে তোমাদিগকে দুঃখিত করব?

প্রিয়। সেই জন্যই তো আরও তোমাকে জিজ্ঞাসা

করছি। দুঃখ আমাদিগকে ভাগ করে দিলে তা সহজে বহন করতে পারবে।

অন। বল, বল, প্রাণের শকুন্তলা!

শকু। তাঁকে দেখে—আ—(দীর্ঘ নিশ্বাস।)

অন। যা মনে করেছিলাম। কিন্তু ভাই, যোগ্য পাত্রের প্রতি তোমার অনুরাগ জন্মেছে। তিনি বোধ করি মহারাজ দুষ্মন্ত।

প্রিয়। মহানদী মহাসাগরেই গমন করে। শকুন্তলা দুষ্মন্তের প্রতি অনুরাগিনী।

দুষ্ম। (স্বগত) এমন মধুর বাক্য কখন শুনি নি। অনুরাগ আমার হৃদয়কে অস্থির করেছিল, অনুরাগই হৃদয়কে সুস্থির করলে। গ্রীষ্মের মেঘ ভীষণ ভাবে গগণ আচ্ছন্ন করে শেষে তাপিত পৃথিবীকে শীতল করে।

অন। এখন উপায় কি?

প্রিয়। উপায় আছে। বায়ু পুষ্পকে সঞ্চালিত করে এবং পুষ্প বায়ুকে সুগন্ধময় করে। আমাদের অতিথির মনেও অনুরাগ সঞ্চার হয়েছে। তুমি কি অনুরাগের লক্ষণ কিছুই দেখ নি?

অন। দেখেছি।

প্রিয়। এস এক কাজ করি। একখান প্রণয়-লিপি পদ্মের মধ্যে করে লুকিয়ে সেই মহাত্মাকে দিয়ে আসি।

অন। আচ্ছা, শকুন্তলা, তুমি কি বল?

শকু। যদি তিনি তা অগ্রাহ্য করেন—(দীর্ঘ নিশ্বাস)

দুষ্ম। (স্বগত) অগ্রাহ্য করব! যে অগ্রাহ্য করবে মনে করছ সে তোমা ভিন্ন জগতের আর কিছুই চায় না। অগ্রাহ্য করব! যা শকুন্তলার নিকট হতে আসবে তা দুষ্মন্তের নিকট অমূল্য রত্ন।

অন। তুমি অমন আশঙ্কা করও না। শরতের চন্দ্র উদয় হলে কেউ কি ছাতা দিয়ে মাথা ঢাকে?

প্রিয়। শকুন্তলা, কি লিখবে ঠাওরাও দেখি। আমি নখ দিয়ে তা পদ্মের পাতায় লিখে দিচ্ছি।

শকু। লিখবে লেখ—এ অন্তরে অনল ধিকি ধিকি জ্বলছে।

দুষ্ম। (প্রবেশ করিয়া) দুষ্মন্তের অন্তরে দাবানল ধূ ধূ করে জ্বলছে। সূর্য্য রাত্রের পুষ্পের সৌরভ হরণ করেন মাত্র কিন্তু চন্দ্রকে এককালীন তিরোহিত করেন।

অন। (শশব্যস্ত হইয়া) আসুন, মহারাজ।

দুষ্ম। (শকুন্তলাকে গাত্রোত্থান করিতে দেখিয়া) উঠ না, কষ্ট নেবার প্রয়োজন নাই। অমন কোমল শরীরে কষ্ট দিয়ে আমাকে অভ্যুত্থান করবের প্রয়োজন নাই।

শকু। (স্বগত) হৃদয়, এত যন্ত্রণার পর এখন কেন সুস্থ হতে পারছ না।

অন। মহারাজ আপনি এই শিলায় উপবেশন করুন।

(শকুন্তলার কিঞ্চিৎ অপসরণ ও দুষ্মন্তের উপবেশন।)

দুষ্ম। প্রিয়ম্বদা, তোমাদের প্রিয় সখীর পীড়ার কিঞ্চিৎ উপসম হয় নি কি?

প্রিয়। ঔষধ পেলেই রোগের প্রতিকার হয়। শকুন্তলাকে আমাদের প্রাণের মত ভাল বাসি সেই জন্য একটী কথা আপনাকে নিবেদন করতে ইচ্ছা করি।

দুষ্ম। কি বলবে বল।

প্রিয়। আপনি তপস্বীগণের ভয় দূর করে নরপতির যোগ্য কার্য্য করেছেন।

দুষ্ম। তার পর?

প্রিয়। এখন আমাদের প্রিয় সখীকে রক্ষা করুন। স্পষ্ট করে বলি। শকুন্তলা আপনকার প্রতি অনুরাগিনী হয়েছেন।

[শকুন্তলার লজ্জা প্রকাশ।

দুষ্ম। ত্রিভুবনে কেহই আমার তুল্য ভাগ্যবান নয়।

শকু। তোমরা কেন নানা কথায় মহারাজকে এখানে বসিয়ে রেখেছ? ওঁর কার্য্যের ক্ষতি হচ্ছে

দুষ্ম। শকুন্তলা, আমি তোমা ভিন্ন আর কিছুই চাই না। আমি তোমাকে হৃদয় মন সমর্পণ করেছি।

অন। মহারাজ একটী কথা বলব? রাজাদের অনেক গুলি করে ভার্য্যা থাকে। বলুন আমরা তো প্রিয় সখীকে সুখী করব মনে করে দুঃখিনী করতে যাচ্ছি না।

দুষ্ম। আমার অনেক গুলি মহিষি আছে বটে কিন্তু তোমাদের প্রিয় সখী ও সসাগরা বসুন্ধরা এ উভয়ে চিরদিন সকলের প্রধান থাকবেন।

প্রিয় ও অন। আমাদের আশঙ্কা দূর হল।

প্রিয়। (জনান্তিকে অনসূয়ার প্রতি) শকুন্তলা আগেকার চেয়ে সুস্থ হয়েছেন, গ্রীষ্মের উত্তাপে ময়ূরী ম্রিয়মান হয়ে পরে শীতল বায়ু ও বারিধারা পেয়ে সহজে পুনর্জীবিত হয়।

অন। প্রিয়ম্বদা, আহা, আমাদের হরিণ-শিশুটী অস্থির হয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে, বোধ করি, মা হারিয়েছে। আমি যাই ওকে ধরে আনি গে।

প্রিয়। আমিও তোমার সঙ্গে যাই। ও বড় অস্থির, তুমি ওকে একা ধরে আনতে পারবে না।

শকু। তোমরা আমাকে একা ফেলে কোথায় যাও?

প্রিয়। একা কেন? যার নিকট ভারতেশ্বর সে আবার একা?

শকু। এরা আমাকে ফেলে গেল?

[উভয়ের প্রস্থান।

দুষ্ম। ভয় কি? তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী জন তোমার নিকট আছে। (স্বগত) এখন আমার অনুরাগের কথা বলি। (প্রকাশে) আমি পদ্ম পত্রের বাতাস করি, বড় কষ্ট হচ্ছে।

শকু। তাও কি হয়? আপনি সকলের পূজনীয়। আমাকে অপরাধিনী করবেন না।

[গাত্রোত্থান।

দুষ্ম। এখনও রৌদ্র পড়ে নাই, তুমি অতিশয় দুর্ব্বল। পুষ্পশয্যা পরিত্যাগ করে এ শরীরে প্রখর সূর্য্য কিরণ সহ্য করতে পারবে না। বস। [হস্ত ধারণ।

শকু। আমাকে ছেড়ে দিন। আমি স্বেচ্ছাধীন নই, সখীরাও স্বেচ্ছাধীন নয়, আমি যাই।

দুষ্ম। (মৃদু স্বরে) পাছে শকুন্তলা বিরক্ত হন এই ভয়ে আমার সঙ্কুচিত হতে হচ্ছে।

শকু। মহারাজের উপর কি আমি বিরক্ত হতে পারি? সকলই আমার—অদৃষ্টের দোষ।

দুষ্ম। অদৃষ্টকে দুষ্‌ছ কেন?

শকু। কেমন করে না দুষি? মন ব্যাকুল হচ্ছে, অথচ সে আত্মবশে নয়।

[শকুন্তলার দুই চারি পদ গমন।

দুষ্ম। (স্বগত) একেবারে কি চিরবিষাদসাগরে ডুবলাম?

[শকুন্তলার পশ্চাৎ গমন ও অঞ্চল ধারণ।

শকু। পৌরব-রাজ, একেবারে জ্ঞানশূন্য হবেন না। তপস্বীরা তপোবনের চারিদিকে আছেন।

দুষ্ম। তাঁহাদিগকে কিসের ভয়? গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ হলে নীতিজ্ঞ কণ্ব রুষ্ট হবেন না।

শকু। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া পশ্চাদ্দিকে অবলোকন করিয়া) যদিও আপনকার প্রস্তাবে অনম্মত হলেম, তথাপি, পুরুরাজ, শকুন্তলাকে ভুলবেন না।

দুষ্ম। তুমি যেখানেই যাও না কেন এ হৃদয় হতে দূরে যেতে পারবে না। দিবাবসানে ছায়া যত দূরেই যাক না, কখনই বৃক্ষমূল পরিত্যাগ করতে পারে না।

শকু। (স্বগত) এ কথা শুনে আর পা সরে না। ঐ তমালের অন্তরাল থেকে দেখি ইনি কি করেন।

[শকুন্তলার অন্তরালে গমন।

দুষ্ম। শকুন্তলা আমায় ছেড়ে গেলে? আমি তোমার প্রেমে নিমগ্ন হয়েছি, আমাকে ছেড়ে গেলে? মুহূর্ত্তের নিমিত্ত বিলম্ব করতে পারলে না? তোমার সুকোমল শরীর দেখে মনে হয়েছিল তোমার হৃদয়ও অতি সুকোমল কিন্তু তোমার হৃদয় অতি কঠিন।

শকু। (স্বগত) আমি আর যেতে পারি নে।

দুষ্ম। এখানে থেকে আর কি হবে? আমার হৃদয়াপহারিণী এখানে নাই—এখানে থেকে কি হবে? (চতুর্দ্দিকে অবলোকন) এই যে সেই সুধাময়ীর মৃণাল-বলয় এখানে পড়ে রয়েছে। এটী আমার হৃদয়ের অভিনব নিগড়স্বরূপ।

[বলয় হৃদয়ে স্থাপন।

শকু। (হস্ত দেখিয়া স্বগত) আমি এত ক্ষীণ হয়েছি যে হাত হতে মৃণাল-বলয় খুলে পড়েছে জানতে পারি নি।

দুষ্ম। আ, হৃদয় শীতল হল। কঠিনহৃদয় শকুন্তলা, তোমার হস্তের এই জড় মৃণাল-বলয় আমার হৃদয়কে সজীব

করলে। তুমি আমাকে যে সুখে বঞ্চিত করলে তোমার মৃণাল-বলয় আমাকে সেই সুখ প্রদান করলে।

শকু। (স্বগত) আর লুকিয়ে থাকতে পারি নে। পুনর্ব্বার দেখা দিতে হল।

[শকুন্তলার আস্তে আস্তে পুনঃপ্রবেশ।]

দুষ্ম। আ, পুনর্ব্বার হৃদয়েশ্বরী আমার হৃদয় পরিতৃপ্ত করলেন। দুঃখের পর বিধাতা পুনর্ব্বার সুখী করলেন। চাতক কাতর হয়ে এক বিন্দু বারি প্রার্থনা করলে, নীরদ শত ধারে বারি বর্ষণ করলেন।

শকু। কুটীরে যেতে পথে স্মরণ হল মৃণাল-বলয় ফেলে গিয়েছি। আপনিই তাহা পেয়েছেন। তাই নিতে এলেম। বালা গাছটী ফিরিয়ে দিন।

দুষ্ম। দিচ্ছি। এস পরিয়ে দি।

শকু। দিন।

দুষ্ম। এই শীলাতলে বস। (উভয়ের উপবেশন। শকুন্তলার হস্ত ধারণ করিয়া) আহা, কি সুকোমল, যেন প্রেম-নির্ম্মিত। দেখ কেমন হয়েছে। চন্দ্ররেখা যেন তোমার সৌন্দর্য্যে পরাভূত হয়ে গগণ হতে নেমে এসে তোমার হাতের বলয় হয়েছে।

শকু। কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে। আমার কাণের পদ্মের রেণু উড়ে এসে আমার চোকে পড়েছে।

দুষ্ম। ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দি।

শকু। দেবেন ? না। দিন।

[দুষ্মন্তের শকুন্তলার চক্ষে ফুৎকার।

অন্তরীক্ষে কোমল বাদ্য।]

দুষ্ম। (চমকিত হইয়া) পুনর্ব্বার সেই অপূর্ব্ব বাদ্য শুন-লেম।

শকু। বনদেবীর আবির্ভাব হয়েছে। [সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান]

[মালা হস্তে বনদেবীর প্রবেশ।]

শকু। (প্রণাম করন)

দুষ্ম। (প্রণাম করন)

বন। শকুন্তলা, উপযুক্ত পাত্রের প্রতি তোমার অনুরাগ জন্মেছে। দুষ্মন্ত, উপযুক্ত পাত্রীর প্রতি তোমার প্রণয় জন্মেছে। উভয়ে শিলাতলের উপর উপবেশন কর।

[উভয়ের উপবেশন।

মহারাজ দুষ্মন্ত, শকুন্তলা আমার অতি যত্নের সামগ্রী, তোমার হস্তে সমর্পণ করলেম। (উভয়ের গলদেশে মালা প্রদান)

[পুষ্পবৃষ্টি]

গীত।

বেহাগ—ঠুংরি।

মরি হায়, নয়ন জুড়াল।

শান্তিধাম তপোবনে (আহা মরি) গোলকের শোভা হইল।

অন্তরীক্ষে দেবগণ, হেরে পুলকিত মন, স্বর্গের দুর্লভ নিধি; (আহা মরি) ধরণীরাজহৃদি শোভিল।

[বনদেবীর প্রস্থান।

[যবনিকা পতন।

তৃতীয় অঙ্ক।

—০০০—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পুষ্পোদ্যান।

পুষ্প চয়ন করিতে করিতে অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার প্রবেশ।

অন। প্রিয়ম্বদা, রাজকুলতিলক সর্ব্বগুণাধার দুষ্মন্তের সঙ্গে প্রিয় সখীর শুভ বিবাহ হল, সুখের বিষয়। কিন্তু একটী আশঙ্কা আমার মনকে অস্থির করেছে।

প্রিয়। কি আশঙ্কা, অনসূয়া ?

অন। আজ প্রাতে যজ্ঞ সমাপন্ করে তপস্বীরা যথোচিত সম্মানের সহিত মহারাজ দুষ্মন্তকে বিদায় দিলেন। মহারাজ হস্তিনা নগরীতে গমন করলেন। সেখানে শত শত মহিষীকে পেয়ে পাছে শকুন্তলাকে বিস্মৃত হন।

প্রিয়। ও রূপ আশঙ্কা করাতেও পাপ আছে। দুষ্মন্ত অতি জ্ঞানবান—তিনি কি এমন করতে পারেন? আমার ভাই আর একটী ভাবনা হচ্ছে। মহর্ষি তীর্থ হতে ফিরে এসে এ কথা শুনে পাছে বিরক্ত হন।

অন। বিরক্ত হবেন কেন বরং আহ্লাদিত হবেন। ইচ্ছানুরূপ ঘটনাটী হলে কে অসন্তুষ্ট হয়।

প্রিয়। তা বটে। আর ফুল তুলব কি?

অন। এ গুলি সব যজ্ঞে লাগবে। যে দেবীর অনুগ্রহে এই শুভ মিলন হল তাঁর মন্দির সাজাবার জন্য আরও কিছু ফুল তোল।

[উভয়ের পুষ্প চয়ন।

[নেপথ্যে] আমি অতিথি—কে আছ?

অন। কে অতিথি এলেন?

প্রিয়। চল, চল, শীঘ্র যাই। শকুন্তলার মন এখন দুষ্মন্তের সঙ্গে গিয়েছে, কি জানি পাছে কোন ত্রুটী হয়ে পড়ে।

[নেপথ্যে] কি, অতিথির প্রতি অবজ্ঞা? তুমি যার চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে তাপসের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখালে সে তোমাকে একেবারে বিস্মৃত হবে।

প্রিয়। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! প্রিয় সখী অন্যমনস্ক হয়ে কি সর্ব্বনাশই করলেন? হায়, হায়, কোন্ তপস্বী বুঝি আজ রুষ্ট হয়ে বিষম অভিশাপ দিয়ে গেলেন।

অন। (দেখিয়া) আর কেউ নয়, স্বয়ং ক্রোধ-অবতার

দুর্ব্বাসা। অভিশাপ দিয়ে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করে ঐ চলে যাচ্ছেন।

প্রিয়। অনসূয়া, শীঘ্র যাও, মহর্ষির হাতে পায়ে ধরে তাঁকে ফিরে আসতে বল গিয়ে। আমি অর্ঘ্যের আয়োজন করি।

[পুষ্প চয়ন।

অন। আমি চললেম।

[নিষ্ক্রমণ।

[অনসূয়ার পুনঃপ্রবেশ।]

অন। এমন রাগ কখনও দেখি নি। কার সাধ্য তাঁকে ফিরিয়ে আনে? কিন্তু তাঁর ক্রোধের কিঞ্চিৎ শান্তি হয়েছে।

প্রিয়। এইই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। কেমন করে তাঁর মন নরম করলে?

অন। যখন দেখলেম যে কোন ক্রমেই আসবেন না, তখন পা জড়িয়ে ধরে বললেম শকুন্তলা বালিকা আপনকার কন্যাতুল্য। তাঁর অপরাধ ক্ষমা করুন। দুর্ভাবনায় অস্থির হয়েছিলেন বলে আপনাকে চিনতে পারেন নি।

প্রিয়। মহর্ষি কি উত্তর করলেন?

অন। তিনি বললেন আমার বাক্য অন্যথা হবে না, তবে কোন অভিজ্ঞান দেখাতে পারলে তাঁর সমুদায় কথা স্মরণ হবে। এই বলেই হন্‌ হন্‌ করে চলে গেলেন।

প্রিয়। বাঁচলেম, শকুন্তলার হাতে দুষ্মন্তের আংটী আছে। সেইটীই এখন আমাদের ভরসা-স্থল।

অন। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া) দেখ আমাদের সখী ছবির মত নিস্পন্দ ভাবে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন, ভাবনায় ডুবে রয়েছেন। এখন অন্যের কথা দূরে থাকুক আপনার প্রতিই মনোযোগ থাকে না।

প্রিয়। অভিশাপের কথা তুমি জানলে আর আমি জানলেম, সখীকে জানিয়ে অসুখী করবার প্রয়োজন নাই। কোমল মল্লিকায় উত্তপ্ত জল সেচন করা উচিত নয়।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মালিনী-নদী তীর।

একজন তাপসকুমারের প্রবেশ।

তাপ। মহর্ষি দেখতে বললেন কত রাত্রি আছে। [গগণের দিকে দৃষ্টি করিয়া] আর তো রাত্রি নাই। চন্দ্র অস্ত যাচ্ছেন, সূর্যোদয়ের আর অধিক বিলম্ব নাই। চন্দ্র অস্তমিত হলেন আর রজনীর পুষ্প সকলের শোভাও নাই সুগন্ধও নাই। ময়ূর ময়ূরী কুশাচ্ছাদিত কুটীরের উপর নিদ্রা যাচ্ছিল, উড়ে গিয়ে তমালের শাখায় বসল। হরিণ শিশু যজ্ঞবেদীর

উপর শুয়ে ছিল, জাগ্রত হয়ে গমনোদ্যোগ করছে। যে চন্দ্র পর্ব্বতরাজ সুমেরুর শিরোদেশে আরোহণ করে জগৎকে বিমোহিত করেন, তাঁর সমুদায় শোভা বিনষ্ট হল। সংসারের বড় লোকদিগের পরিণামও এই রূপ।

ঋষিগণেরা জাগ্রত হচ্ছেন। তাঁহাদের কথা শোনা যাচ্ছে।

[নেপথ্যে] গীত।

ভৈরবী।

জয় ভব কারণ, জগত জীবন, জগদীশ, জগতারণ হে।
অরুণ উদিল, ভুবন ভাসিল, তোমার অতুল প্রেমে হে।
বিহঙ্গমগণ, মোহিয়ে ভুবন, কাননে তব যশ গায় হে।
সবারই ঈশ্বর, তুমি পরাৎপর, তব ভাব কে বুঝিবে হে।
হে জগপতি, তব পদে নতি, এই ভকত জনার হে।

[গান করিতে করিতে দ্বিতীয় তাপস-
কুমারের প্রবেশ।]

গীত।

দ্বি, তা।

ললিত—আড়া ঠেকা।

ইঙ্গিতে তোমার, দেব, সুপ্রভাত দেখাদিল।
না জানি কি মহামন্ত্রে বসুধারে জাগাইল।
বসুধা-জননী কোলে, প্রাণীগণ শুয়ে ছিল,
বরষিলে সুধা-ধার, আনন্দ-নীরে ভাসিল।

নাচিছে গাইছে সবে আনন্দে সবে মাতিল।
সসন্তান বসুমাতা তব গীত আরম্ভিল।
পর্ণশয্যা পরিহরি তাপসগণ উঠিল,
বিশ্বে তব শোভা হেরি অতল প্রেমে ডুবিল।

প্র, তা। হোমের সময় উপস্থিত, মহর্ষিকে বলি গিয়ে।

[প্রস্থান।

[সচিন্ত ভাবে অনসূয়ার প্রবেশ।]

অন। প্রভাত হয়েছে কিন্তু আমার যেন এখনও নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। শরীর অসুস্থ নয় তবু কোন কাজে মন লাগছে না। শকুন্তলার জন্য আমার মনে কোন সুখ নাই। দুষ্মন্ত কি অঙ্গীকার ভঙ্গ করলেন? দুর্ব্বাসার শাপই বা ফলে? তা নইলে এমন ধার্ম্মিক নরপতি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ পাপে কেন নিমগ্ন হবেন? এত দিন হল রাজধানীতে গেলেন, এক বার অভাগিনী শকুন্তলার সংবাদও নিলেন না; আমরা কি রাজার অঙ্গুরী নিয়ে হস্তিনায় যাব? না অন্য কোন উপায় দেখব? এ দিকে মহর্ষি আশ্রমে এসেছেন। শকুন্তলাকে এত ভালবাসি তবুও সাহস করে মহর্ষিকে বলতে পারি নে যে সখী গর্ভবতী হয়েছেন। কি করব, কি হবে, কিছুই ঠিক্ করতে পারছি নে।

[প্রিয়ম্বদার প্রবেশ।]

প্রিয়। (সোৎসাহে) অনসূয়া, অনসূয়া. শীঘ্র এস. শকুন্তলার স্বামী-গৃহে যাবার উদ্যোগ হচ্ছে।

অন। সত্যি বলছ, ভাই ?

প্রিয়। শোন, শোন। গত রাত্রে শকুন্তলার ভাল নিদ্রা হয়েছিল কি না তাই জানবার জন্য তাঁর কাছে আমি গিয়েছিলাম।

অন। তার পর, তার পর ?

প্রিয়। শকুন্তলা হাঁটুর উপর মাথা দিয়ে বসে ছিলেন, এমন সময় মহর্ষি সেই ঘরে এসে বললেন "বৎসে, তোমার দুঃখের দিন শেষ হয়েছে, আজ আপন ভবনে যেতে হবে, প্রস্তুত হও।"

অন। আচ্ছা, ভাই, মহর্ষি তীর্থে গেলে যা যা ঘটেছিল তা তিনি জানলেন কেমন করে ?

প্রিয়। সে কথাও যে বলে গেলেন। বনদেবী তাঁর নিকট সমুদায় ব্যক্ত করেছেন।

অন। পরমেশ্বর চারি দিক রক্ষা করলেন। এত আনন্দ আমি কখনও অনুভব করি নি। সখী আজই যাচ্ছেন ? আ, বিষাদে আনন্দ, আনন্দে বিষাদ হল।

প্রিয়। সখী ছেড়ে যাবেন—এ দুঃখ বিধাতা সইতে দিয়েছেন, সইব। প্রিয় সখী সুখী হতে চললেন, এইটাই আমাদের সান্ত্বনা হবে।

অন। চল, এখন যাবার আয়োজন করি গে।

প্রিয়। আমি নাগকেশরের রেণু নারিকেলের মালায় করে ঐ সহকারের কোটরে রেখে দিয়েছি, তুমি পেড়ে আন।

আমি তীর্থের মাটি, গোরচনা ও নব দূর্ব্বা নিয়ে আসি। এ সব দিয়ে শকুন্তলার রক্ষা বন্ধন করতে হবে। তা হলে সখী চিরসৌভাগ্যবতী হবেন।

অন। আচ্ছা, আমি আনলেম বলে।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুটীরের সম্মুখ।

[শকুন্তলা, গৌতমী ও একজন তপস্বিনীর প্রবেশ।]

গৌত। দেবীকে প্রণাম কর।

শকু। [প্রণাম করা]

গৌত। দেবীর চরণে যেন ভক্তি থাকে, তা হলে তোমার স্বামী সকল সুখে সুখী হবেন।

তপ। বীর-প্রসবিনী হও। মা, এত দিন তপোবন আলো করেছিলে, এখন রাজ-পুরী আলো কর গিয়ে। আমি এখন আসি।

[অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার প্রবেশ।]

অন। শকুন্তলা, স্নান করে শরীর সুস্থ হয়েছে কি?

শকু। হয়েছে, এস একবার একত্রে বসে নি।

[সকলের উপবেশন।

অন। এস শকুন্তলা, তোমার রক্ষা বন্ধন করে দি। (রক্ষা বন্ধন) চির-সৌভাগ্যবতী হও।

শকু। তোমাদের ছেড়ে চললেম। আবার যে কবে দেখা হবে। [হস্ত দিয়া নয়ন-বারি মোচন।

প্রিয়। এমন শুভ দিনে কি কাঁদতে আছে? (পুষ্প দ্বারা শকুন্তলাকে সুসজ্জিত করিতে করিতে রোদন)

[বস্ত্র ও অলঙ্কার লইয়া এক জন তাপস-
কুমারের প্রবেশ।]

তাপ। এই বস্ত্র অলঙ্কার নেও। শুভ ক্ষণে ইহা শকুন্তলাকে পরিয়ে দাও। শকুন্তলা স্বামীগৃহে গিয়ে চিরসুখী হন।

গৌত। বৎস হারিৎ, এ বস্ত্রালঙ্কার কোথায় পেলে?

তাপ। মহর্ষি কণ্বের নিকট বনদেবী আবির্ভূত হয়ে দিয়ে গেলেন। দেবতাদিগের অসাধ্য কিছুই নাই। বনদেবী বায়ুদ্বারা এই বস্ত্রালঙ্কার প্রস্তুত করলেন। আমি এখন আসি। [প্রস্থান।

অন। আমি এরূপ বস্ত্র, এরূপ অলঙ্কার কোথাও দেখি নি। কেমন করে পরিয়ে দেব?

প্রিয়। তুমি মহিষীদিগের নানাভরণভূষিত ছবিতে যেমন দেখেছ তেমনই করে পরিয়ে দেও।

গৌত। অনসূয়া, শীঘ্র পরিয়ে দাও।

[অনসূয়া ও শকুন্তলার প্রস্থান।

মহর্ষি আসছেন।

[সচিন্ত ভাবে কণ্বের প্রবেশ।]

কণ্ব। (স্বগত) আজ শকুন্তলা যাচ্ছেন—নিশ্চয়—মন ব্যাকুল হয়েছে। জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। আমি বনবাসী, আমার মন এত ব্যাকুল হল! গৃহীরা না জানি এমন অবস্থায় কতই দুঃখাবিভূত হয়। [পরিক্রমণ।]

[অনসূয়া ও শকুন্তলার পুনঃপ্রবেশ।]

প্রিয়। এই অলঙ্কারগুলি পরে সখীর কি শোভাই হয়েছে।

গৌত। মা, পিতাকে প্রণাম কর। আহা, মহর্ষীর চক্ষের জলে বক্ষ ভেসে যাচ্ছে।

কণ্ব। (শকুন্তলা কণ্বকে প্রণাম করিলে পর) বৎস, যযাতিকে পেয়ে শর্ম্মিষ্ঠা যেমন সুখী হয়েছিলেন, তুমি দুষ্মন্তের মহিষী হয়ে সেই প্রকার সুখী হও। শর্ম্মিষ্ঠা যেমন নরপতি পুরুকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, তুমিও সেইরূপ রাজচক্রবর্ত্তীর জননী হও।

গৌত। শকুন্তলা, মহর্ষি তোমাকে আশির্ব্বাদ করলেন না, বর দিলেন।

কণ্ব। মা, চল ঐ হোমাগ্নি প্রদক্ষিণ কর। হোমাগ্নিতে পাপ ও বিঘ্ন বিনষ্ট হয়।

[কণ্বের সঙ্গে শকুন্তলার প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ।]

বৎস, এখন যাত্রা কর। মিত্রেরা উভয়ে কোথায়?

[শার্ঙ্গরব ও সারদ্বতের প্রবেশ।]

উভ। আজ্ঞা, আমরা এসেছি।

কণ্ব। সারদ্বত, শার্ঙ্গরব, তোমাদের ভগিনীকে সঙ্গে করে নিয়ে হস্তিনায় রেখে এস।

সার। যে আজ্ঞা।

কণ্ব। শকুন্তলা, আজ স্বামী গৃহে চললেন, তরুলতা গণও বিষাদে মগ্ন হয়েছে। (বৃক্ষগণকে উদ্দেশ করিয়া) যে শকুন্তলা তোমাদিগের মূলে জলসেচন না করে অতিশয় পিপাসাতুর হলেও জল গ্রহণ করতেন না, যে শকুন্তলা তোমাদের প্রতি স্নেহবশতঃ অলঙ্কারপ্রিয় হয়েও কর্ণভূষণের জন্যও তোমাদের একটী পত্রও তুলতেন না, যে শকুন্তলা তোমাদিগকে কুসুমিত দেখলে আনন্দসাগরে ভাসতেন, সেই শকুন্তলা আজ স্বামীগৃহে চললেন, তোমরা তাঁকে আশির্ব্বাদ কর।

অন্তরীক্ষে বনদেবীর সঙ্গীত।

আলেয়া—আড়া ঠেকা।

ভারত-জননি যাও আপন ভবন,
ভারতরাজের সনে হউক মিলন।
কর মা সুখে গমন, পথে স্নিগ্ধ সমীরণ,
মনোহর পরিমল করুক বহন।
কিশলয়আচ্ছাদিত, ইন্দিবরসুশোভিত

স্বচ্ছনীর সরোবর, জুড়াক নয়ন।
বিস্তারি সহস্র কর, বিশাল তরুনিকর,
ছায়া দানে রবিতাপ, করুক বারণ।

গৌত। বনদেবী তোমাকে আশির্ব্বাদ করছেন প্রণাম কর।

[শকুন্তলার প্রণাম। পুনর্ব্বার সঙ্গীত।

প্রিয়। প্রাণের শকুন্তলা, দেখ তুমি যাবে বলে সমস্ত তপোবন কাতর হয়েছে, হরিণগণ মুখের ঘাস ফেলে তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ময়ূর ময়ূরী নৃত্য ভুলে গিয়েছে, শুকশারিকা নীরব হয়ে বসে রয়েছে।

শকু। (মাধবী লতার নিকট গিয়া) বোন চললেম, সুখে থাক। বাবা, মাধবীলতাটীকে আমার ন্যায় ভাল বাসবেন।

কণ্ব। মা, তোমার মঙ্গলের জন্য আমি লতাটীকে রোপণ করেছিলাম। তুমি সর্ব্বগুণালঙ্কৃত স্বামি লাভ করেছ। তোমার সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হলেম। তোমার মাধবী লতাকে সহকারবৃক্ষে তুলে দিয়ে সেইরূপ নিশ্চিন্ত হব। মা, এখন যাত্রা কর।

শকু। (সখী দ্বয়ের দিকে ফিরিয়া) আমার স্নেহের মাধবী লতাকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করলেম।

অন। আমাদিগকে কার হাতে সমর্পণ করে চললে?

[রোদন।

কণ্ব। অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা, তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে

সান্ত্বনা দেবে, না তোমরা আপনারাই কাঁদতে আরম্ভ করে দিলে।

শকু। বাবা, গর্ব্ভিণী হরিণীটী নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হলে আমাকে সংবাদ দেবেন, ভুলবেন না।

কণ্ব। না, আমি ভুলব না।

শকু। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) আমার বস্ত্র ধরে কে টানছে ?

কণ্ব। আপন সন্তান মৃগশিশুটী তোমার পাছ পাছ আসছে। ওর গালে কুশাঙ্কুর ফুটলে কত যত্নের সহিত ঔষধ দিতে, কত যত্নেই বা নব তৃণ হাতে করে খায়িয়ে দিতে। ও কেমন করে আপন জননীকে ছেড়ে দেয় ?

শকু। (ফিরিয়া) কেঁদ না। তোমার মা মরে গেলে আমি তোমাকে পালন করেছিলাম। আমি এখান হতে গেলে সখীরা তোমার মা হবেন। আমি যাই, তপোবনে সুখে থাক। [রোদন।

কণ্ব। মা এখন কাঁদতে নাই। প্রতিজ্ঞা বলে চক্ষুজল সম্বরণ কর।

শার্ঙ্গ। বেলা হল। ভগবন্, আমাদিগকে বিদায় দিন।

কণ্ব। শার্ঙ্গরব, শকুন্তলাকে সাবধানে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। দুষ্মন্তের নিকট পৌছে তাঁর হাতে হাতে শকুন্তলাকে সমর্পণ করে দিয়ে বলবে "এত দিন কণ্ব শকুন্তলাকে প্রতি-

পালন করেছিলেন, এখন আপনকার শকুন্তলা আপনি গ্রহণ করুন।”

শার্ঙ্গ। যে আজ্ঞা।

কণ্ব। মা শকুন্তলা, স্বামীগৃহে যাচ্ছ, যত্নে সাধ্বীধর্ম্ম পালন করও। স্বামী পরম গুরু, এটী সর্ব্বদা মনে রেখ; স্বামীর গুরুজনদিগকে প্রগাঢ় ভক্তি করও; রাজার অন্যান্য মহিষীগণকে সপত্নী ভাবে না দেখে তাহাদিগকে ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করও; স্বামী রুষ্ট হলে তাঁর প্রতি রুষ্ট হইও না।

গৌত। এই সার কথাগুলি মনে গেঁথে রেখে দিও।

কণ্ব। মা, যাবার সময় একবার তোমার সখীদিগকে আলিঙ্গন কর।

শকু। (সখীদিগকে আলিঙ্গন করিয়া) তোমাদিগকে ছেড়ে চল্লেম।

কণ্ব। মা, তোমার সখীদিগকেও উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করব। তোমার সঙ্গে এঁদের যাওয়া উচিত নয় বলে এঁরা তপোবনে থাকলেন। গৌতমীদিদী তোমার সঙ্গে যাচ্ছেন।

শকু। (প্রণাম করিয়া) বাবা, চন্দন-তরু মলয় পর্ব্বত ছেড়ে কেমন করে জীবিত থাকবে?

[কণ্বের প্রতি দৃষ্টি করিয়া রোদন।

কণ্ব। মা, কাতর হইও না। সংসারের এই রীতি। যাও, ধরণীধরকে সুখী করে সুখী হও গে।

অন। যদি মহারাজ তোমাকে না চিনতে পারেন এই অঙ্গুরীটী দেখিও। (অঙ্গুরীয় প্রদান)

শকু। (চমকিত হইয়া) সখি, তোমার কথায় আমার মন অত্যন্ত অস্থির হল।

প্রিয়। কোন আশঙ্কা করও না। অনুরাগী জনের মনে নানা প্রকার বৃথা আশঙ্কা উপস্থিত হয়।

শার্ঙ্গ। মহর্ষি, অনেক বেলা হল। শকুন্তলা যাত্রা করতে বিলম্ব করছেন কেন?

শকু। বাবা, আবার কবে এই পুণ্যধামে আসব?

কণ্ব। তোমার পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হলে মহারাজ তাঁর উপর রাজ্যভার অর্পণ করে তোমার সঙ্গে এই তপোবনে বাস করবেন।

গৌত। শুভ সময় অতীত হয়ে যায়। তোমার পিতা তপস্যায় নিযুক্ত হউন গিয়ে।

কণ্ব। এ বিলম্বে আমার তপস্যার ক্ষতি হচ্ছে।

শকু। (কণ্বের মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া রোদন)

কণ্ব। বৎস, (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমার দুঃখ কখনই যাবে না। তোমার পালিত তরুলতাগণ যখন এখানে রইল, তখন কেমন করে সুস্থির হব? এখন শুভযাত্রা কর।

শকু। প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া——(এক এক করিয়া উভয়ের গলদেশ ধারণ করিয়া রোদন)

[গৌতমী ও মিশ্রদ্বয়ের সঙ্গে শকুন্তলার প্রস্থান।

অন। আ! আর দেখা যায় না, সখী এই গাছ গুলীর আড়ালে পড়লেন।

কণ্ব। তোমাদের এত দিনের সঙ্গিনী চলে গেলেন, দুঃখে অধীর হইও না, আমার সঙ্গে এস।

অন। বাবা, আজ তপোবন শূন্য হল।

কণ্ব। মায়ার এইরূপ খেলাই বটে (নীরবে কিয়ংক্ষণ পরিক্রমণ) এতক্ষণে মন সুস্থির হল। কন্যা সন্তান পরের। এতক্ষণ অন্যের ধন আমার নিকট গচ্ছিত ছিল। এখন যার ধন তাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেম।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজ-ভবন।

দুষ্ম। (ক্লান্ত ভাবে) বিচারপ্রার্থী সকলেই সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেছে। ধর্ম্মের প্রতি স্থির দৃষ্টি রেখে রাজ্যশাসনে কত পরিশ্রম, কত ভাবনা, কত কষ্ট। রাজ্যলাভের সুখ অন্যকে সুখী করা। এতে অন্য কোন সুখ নাই। এ অমৃত ভার বহন মাত্র, অমৃত পান করা নয়।

[দুই জন বন্দির প্রবেশ।]

প্র,ব। গীত।

বারোঁয়া—ঠুংরী।

জান না কেমন সুখী তুমি নরবর,
সুখী নরবর তুমি, সুখী নরবর।
নিজ সুখে সুখী যেই, অন্তরে কি সুখী সেই,
জিজ্ঞাসি তোমারে বল, বল নরবর।
সাধিতে প্রজার হিত, সতত আছ চিন্তিত,
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি, ধন্য নরবর
অকাতরে তরুবর, নিজে সহি রবিকর,
পান্থে তোষে ছায়াদানে, জান নরবর।

দ্বি,ব। গীত।

অসীম অতুল, ভূপ, প্রতাপ তোমার,
তব ভয়ে ধর্ম্মপথে ফিরে দুরাচার।
কলহ তোমার নামে ছাড়ে ত্রিসংসার।
তোমার প্রসাদে প্রজা সুখী অনিবার।
ধর্ম্মের আশ্রয় তুমি দয়ার সাগর।
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি ধন্য নরবর।

[বন্দিদ্বয়ের প্রস্থান।

ভূপ। সঙ্গীত দুঃখীর সুখ, তাপিতের শান্তি, ধরার অমৃত। বন্দিদের মনোহর গীতে আমার শরীর পুনর্জীবিত হল।

মাধব্যের প্রবেশ।

মাধ। প্রশংসা পেলে প্রশংসা করতে ইচ্ছা হয়। বন্দিরা আপনকার প্রশংসা করলে, আপনি সঙ্গীতের প্রশংসা করলেন।

[নেপথ্যে বীণার ধ্বনি।]

মহারাজ, শুনুন, কি সুমধুর বীণারব। আর একটি বীণা বাজল, এ রাজ্ঞী হংসমতীর কণ্ঠবীণা।

দুষ্ম। চুপ করে শুন।

[নেপথ্যে] গীত।

পিলু—খেমটা।

শঠ মধুকর, কি রীতি তোর?
আগে পিয়ে মধু মালতী ফুলে,
পেয়ে নলিনীরে তাহে পাসর।
কি রীতি তোর?

দুষ্ম। বিরহিণীর খেদ।

মাধ। বুঝতে পারলেন কি? এর গূঢ় মর্ম্ম আমার হৃদয়ঙ্গম হল না।

দুষ্ম। (স্বগত) গান শুনে মন হঠাৎ এমন হল কেন? মন যাকে চায়, সে তো দূরে নাই। মধুর সঙ্গীত শ্রবণে পূর্ব্বজন্মের সম্বন্ধজনিত সুখের আভাস পেয়ে কি মন আকুল হল?

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু। মহারাজের জয় হক। দুজন তপস্বী ও দুটী স্ত্রীলোক আপনকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। আজ্ঞা হয় তো আসতে বলি।

দুষ্ম। কি, তপস্বীরা স্ত্রীলোক সঙ্গে করে এনেছেন!

কঞ্চু। আজ্ঞা হাঁ।

দুষ্ম। পুরোহিত সুমন্ত্রকে বল গিয়ে যে বেদবিধিমতে ইহাঁদের অভ্যর্থনা করে হোমগৃহে নিয়ে যান। আমিও সেখানে যাচ্ছি।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হোম-গৃহ।

দুষ্মন্তের প্রবেশ।

দুষ্ম। মহর্ষি এঁদের কেন পাঠালেন? শান্তিবিদ্বেষী রাক্ষসেরা কি তপস্যার ব্যাঘাত জন্মাচ্ছে? না অন্য কোন বিপদ অটল তাপসহৃদয় বিচলিত করতে বৃথা চেষ্টা পাচ্ছে। রাজার পাপে পুণ্যালয় তপোবনে কি রোগ প্রবেশ করেছে না বসুমতী ফলশস্য উৎপাদন করছেন না? কিছুই স্থির করতে পারছি না।

শার্ঙ্গরব, সারদ্বত, গৌতমী, শকুন্তলা, কঞ্চুকী
ও পুরোহিতের প্রবেশ।

কঞ্চু। মহারাজ আপনাদিগের জন্য এই স্থানে অপেক্ষা করছেন।

শার্ঙ্গ। সারদ্বত, মহারাজের কি অতুল প্রভাব! যেন সাক্ষাৎ দেবরাজ। মহারাজ সত্ত্বরজ উভয় গুণেরই আশ্রয়স্থল দেখলে ভয় ও ভক্তি যুগপৎ মনে উদয় হয়।

শকু। (সভয়ে) পিসীমা, আমার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দন হচ্ছে কেন?

গৌত। পরমেশ্বর তোমা হতে সকল অমঙ্গল দূরে রাখুন।

শকু। (স্বগত) হৃদয়, ব্যাকুল হচ্ছ কেন? আর্য্যপুত্রের অনুরাগের কথা স্মরণ করে সুস্থ হও।

পুরো। মহারাজ, ইঁহারা আপনকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।

শার্ঙ্গ ও সার। মহারাজের জয় হোক।

দুষ্ম। (প্রণাম করিয়া) আপনাদের আগমনে আজ হস্তিনা নগরী পবিত্র হল।

শার্ঙ্গ। (জনান্তিকে) কি চমৎকার বিনয়!

শর। (জনান্তিকে) না হবে কেন? বৃক্ষ ফল ভরেই অবনত হয়, মেঘ বারিপূর্ণ হলেই পৃথিবীতে অবতরণ করে।

দুষ্ম। তপস্যার মঙ্গল তো?

শার্ঙ্গ। আপনি যখন আমাদের রক্ষক তখন তপস্যার কোন বিঘ্ন হতেই পারে না। সূর্য্য গগণে থাকলে পৃথিবী কি আর অন্ধকারাবৃত হন?

দুষ্ম। (স্বগত) তবে আমার রাজা নাম সার্থক হল। (প্রকাশে) মহর্ষির কুশল তো?

শার্ঙ্গ। আজ্ঞা কুশল। তিনি আমাদিগকে আপনকার নিকট পাঠিয়ে দিলেন।

দুষ্ম। মহর্ষির আজ্ঞা কি?

শার্ঙ্গ। আপনি যে শকুন্তলাকে গোপনে বিবাহ করেছেন এ শুনে তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েছেন। শকুন্তলা এখন গর্ভবতী, তাঁকে আমরা সঙ্গে করে এনেছি। এখন আপন সহধর্ম্মিণীকে আপনি গ্রহণ করুন।

দুষ্ম। (বিস্মিত হইয়া) সে কি?

শার্ঙ্গ। আপনকার বিবাহিত ভার্য্যা আপনকার নিকট এসেছেন, আপনি এঁকে নিজ ভবনে স্থান দান করুন।

দুষ্ম। আপনি বলেন কি?

শার্ঙ্গ। আপনি স্বীয় সহধর্ম্মিণীর প্রতি অনুকূল হন আর না হন তাঁকে আপন গৃহে স্থান দিন।

দুষ্ম। আমি তো এঁকে বিবাহ করি নাই।

সার। কি, আপনি এক জন প্রবলপ্রতাপ নরপতি, আপনি পূর্ব্বে যে কার্য্য করেছেন, এখন অযোগ্য বোধে তা অস্বীকার করছেন?

দুষ্ম। আমি যা করি নাই তা কেমন করে স্বীকার করি? রাজা কেন, অতি হীন ব্যক্তিও এরূপ করতে পারে না।

শার্ঙ্গ। (সক্রোধে) ঐশ্বর্য্যোন্মত্ত ব্যক্তিদিগের অসাধ্য কিছুই নাই।

দুষ্ম। আপনি অকারণে কেন আমাকে এরূপ কটু কথা বলছেন?

গৌত। মা শকুন্তলা, অবগুণ্ঠন মোচন করে দেখাই, তা হলে মহারাজ তোমায় চিনতে পারবেন এখন। লজ্জা কি?

[অবগুণ্ঠন মোচন।

দুষ্ম। (স্বগত) অপার সৌন্দর্য্য—অন্যের সম্পত্তি—ইচ্ছা করলেই পেতে পারি, কিন্তু পেতে ইচ্ছা করাও পাপ। দুষ্মন্ত এমন অমূল্য রত্ন চায় না।

শার্ঙ্গ। মহারাজ, নীরব হয়ে রইলেন কেন?

দুষ্ম। তাপস, আমি এঁকে বিবাহ করেছি স্মরণ হয় না। কেমন করে বলুন ক্ষত্রিয় হয়ে অন্যের রমণীকে ভার্য্যা বলে গ্রহণ করি?

শার্ঙ্গ। মহারাজ, সাবধান। দেবতুল্য কণ্বের অবমাননা করবেন না। মহর্ষির ক্রোধে ত্রিলোক ভস্মীভূত হতে পারে। আপনি চোরের ন্যায় যে রত্ন অপহরণ করেছিলেন তিনি সেই রত্ন পুনর্ব্বার আপনাকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দান করছেন। গ্রহণ করুন, মহর্ষির অবমাননা করবেন না।

সার। শার্ঙ্গরব ক্ষান্ত হও। শকুন্তলা, মহারাজ যখন

বলছেন যে উনি তোমাকে বিবাহ করেন নাই, তুমি স্বয়ং তাঁকে পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেও।

শকু। (স্বগত) যখন ভুলতে পেরেছেন তখন আর পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কি হবে? বিধাতা অভাগিনী করলেন, তবু একবার দেখি অভাগিনীকে মনে পড়ে কি না? [কাতর স্বরে] আর্য্যপুত্র—এ সম্বোধন অন্যায় মনে করছেন? পৌরবরাজ, তবোবনে বনবাসিনীর প্রতি এত অনুরাগ দেখিয়ে এখন সমুদায় অস্বীকার করছেন?

দুষ্ম। (কর্ণে হস্ত দিয়া) রাম, রাম! তুমি কুলোকের কুমন্ত্রণায় আপনাকে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মল পুরুবংশোদ্ভূত দুষ্মন্তকে কলঙ্কিত করবের চেষ্টা পাচ্ছ। বর্ষার নদী আপন বেগে আপনি পঙ্কিল হয় ও তীরস্থ মহাবৃক্ষকে উৎপাটিত করে।

শকু। যদি বিস্মৃতি বশতঃ আপনি এত নির্দ্দয় হয়ে থাকেন এই অঙ্গুরীয় দেখুন।

দুষ্ম। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কৌশল দেখছি। কৈ? অঙ্গুরীয় দেখিন

শকু। (অঙ্গুলীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া) হা কপাল! অঙ্গুরীয় নাই। [গৌতমীর প্রতি সজল নয়নে দৃষ্টি]

গৌত। শচীতার্থে স্নানের সময় বুঝি অঙ্গুরীয় জলে পড়ে গিয়েছে।

দুষ্য। বলিহারি নারীজাতির বুদ্ধি। সময়োপযোগী কথা যেন জিহ্বাগ্রে লেগে রয়েছে।

শকু। হা বিধাতা, কপালে এতই লিখেছিলে। পৌরব-রাজ, আর একটী কথা নিবেদন করব।

দুষ্য। যা বলবার আছে বল।

শকু। এক দিন আপনি সেই সহকারবৃক্ষতলে পদ্মপত্র-নির্ম্মিত পাত্র হতে জল হাতে ঢাললেন—মনে হয়?

দুষ্য। তার পর?

শকু। জল দেখে আমার পালিত হরিণশিশুটী আপন-কার কাছে দৌড়ে এল। আপনি স্নেহের সহিত বললেন "বৎস, জল পান কর"। সে আপনকার হাতের জল খেলে না। আমি দিলেম, আর অমনি যে আগ্রহের সহিত খেতে লাগল। আপনি হেসে বললেন তোমরা দুজনেই বুনো, তাই পরস্পরে এত সদ্ভাব।

দুষ্য। কথাগুলি মধুমাখা, এতে বিলাসীর মন অনায়াসে ভুলতে পারে।

গৌত। মহারাজ, ইনি তপোবনবাসিনী, এঁকে এরূপ দুর্ব্বাক্য বলবেন না।

দুষ্য। পুরুষকে চাতুরী শিখাতে হয়; নারীজাতি তা আপনা আপনিই শিখে।

শকু। (সরোদনে) এখন জানলেম আপনি পরম

অধর্ম্মাচারী। আপনি নিজে যেমন, অন্যকেও সেইরূপ মনে করেন।

[অভিমানে অধোবদন হওয়া।

দুষ্ম। কৃত্রিম সরলতায় আমি প্রতারিত হই নাই, কৃত্রিম ক্রোধেও প্রতারিত হব না। দুষ্মন্তের নিন্দা করছ, দুষ্মন্তকে সকলেই জানে। তুমি যে অসাধারণ রমণী শুদ্ধ তারই পরিচয় দিলে।

শকু। (সরোদনে) আপনি সত্যবাদী সদাচারী নরপতি আর আমি মিথ্যাবাদিনী দুশ্চারিণী নারী! ওহ! কি শুভক্ষণেই তপোবন পরিত্যাগ করে হস্তিনায় যাত্রা করেছিলাম! কি শুভক্ষণেই পুরুকুলতিলক মহাত্মাকে হৃদয় মন সমর্পণ করেছিলাম! তখন আমাকে সুমধুর বাক্যে প্রতারিত করেছিলেন, এখন হৃদয়ে নিষ্কোষ অসি বসিয়ে দিচ্ছেন। হা জননি, তুমি আমাকে কাননে ফেলে গিয়ে ছিলে, কেন আমাকে একাবারে প্রাণে মেরে যাও নাই?

[অবনত মস্তকে রোদন।

শার্ঙ্গ। আর সহ্য হয় না, আপাদমস্তক পুড়ে গেল। কণ্বদুহিতার এত অপমান! সসাগরা পৃথিবীরাজের চণ্ডালের আচরণ!

সার। ভগিনি শকুন্তলা, কেন গুরুজনদিগকে রাজানু-রাগের বিষয় জানাও নাই, কেন অপরিচিত জনকে সহসা পতিত্বে বরণ করেছিলে?

দুষ্ম। আপনারা কি আমাকে এই মায়াবিনীর মধুর বাক্যে প্রতারিত হয়ে ঘোর নরকে নিমগ্ন হতে বলেন?

শার্ঙ্গ। যাঁর নামে পাপক্ষয় হয়, পুণ্য বৃদ্ধি হয়, সেই তপপরায়ণ কণ্বের আশ্রয়ে এত কাল বাস করে শকুন্তলা কি প্রতারণা শিক্ষা করেছেন? বনবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, কে না বলবে যে শকুন্তলা সরলতা মূর্ত্তিমান, কে না বলবে শকুন্তলা তপোবন পবিত্র করে রেখেছিলেন। শকুন্তলার গুণে বন্য জন্তু তরুলতা পর্য্যন্তও তাঁর বশীভূত হয়েছিল। এমন শকুন্তলা আপনকার নিকট মায়াবিনী মিথ্যাবাদিনী হলেন! হা সংসার! এই জন্যই সাধুজনেরা তোমাকে পরিত্যাগ করেন। আপনি পৌরবকুলকলঙ্ক, ধর্ম্মের নিন্দাকারী, অধর্ম্মের দাস। ধিক আপনার নরপতি নামে! ধিক আপনার ঐশ্বর্য্যে! ধিক আপনার জীবনে! এমন পাষণ্ড ভারতের রাজা! এমন পাষণ্ড ভারতে জন্ম গ্রহণ করেছে!

দুষ্ম। ব্রাহ্মণ, আপনার প্রলাপ বকবার অধিকার আছে। বলুন দেখি অকারণে আপনার পুণ্যময়ীর নিন্দা করে আমার কি লাভ হবে?

শার্ঙ্গ। সর্ব্বনাশ।

দুষ্ম। পুরুবংশে কাহার কখনও সর্ব্বনাশ হয় নাই।

সার। আর কথায় প্রয়োজন নাই। আমরা মহর্ষির আজ্ঞা পালন করেছি, এখন চলে যাই। শকুন্তলা আপনার

সহধর্ম্মিণী, ইচ্ছা হয় গ্রহণ করুন; ইচ্ছা হয় পরিত্যাগ করুন।

শার্ঙ্গ। (গৌতমীর প্রতি) মা, চলুন আমরা যাই।

[গৌতমী ও মিশ্রদ্বয়ের গমনোদ্যম।

শকু। (সরোদনে) আর্য্যপুত্র আমাকে ত্যাগ করেছেন, আপনারাও কি আমাকে ফেলে চললেন?

[পশ্চাৎ গমন।

গৌত। শার্ঙ্গবর, ইনি নিষ্ঠুর স্বামীর নিকট থেকে কি করবেন? স্নেহময়ীকে কেমন করে নিষ্ঠুর পাষণ্ডের হাতে ফেলে যাই?

শার্ঙ্গ। ঐ স্থানে থাক, শকুন্তলা! স্বামীর দোষে কি তুমি যথেচ্ছাচারিণী হবে?

সার। মহারাজ যেরূপ বলছেন তুমি যদি সেইরূপ কলঙ্কিনী হও তোমার দুঃখিত হওয়া অন্যায়; যদি পতিপ্রাণা সতী হও, দাসীর ন্যায় স্বামীগৃহে থাক, সেও তোমার ভাল। তুমি এখানে থাক, আমরা চললেম।

শকু। ওহ! ত্রিভুবনে আমার কেহই নাই!

[রোদন।

[গৌতমী ও মিশ্রদ্বয়ের প্রস্থান।

দুষ্ম। এঁকে বৃথা আশ্বাস দিয়ে যান কেন? দুষ্মন্ত কুল-টাকে পত্নী বলে গ্রহণ করতে পারে না।

শকু। পরমেশ্বর, এক্ষণই অভাগিনীকে বিনাশ কর,

বিনাশ কর। করুণাময় যদি তোমার এক বিন্দু করুণা থাকে, হতভাগিনীকে বিনাশ কর। (রোদন)

দুষ্ম। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে পুরোহিতের প্রতি) আমি ইহাকে বিবাহ করেছি মনে হয় না। আপনি বলুন, এ দুয়ের কোনটী গুরুতর পাপ—বিবাহিতা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ আর অপরের স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস?

পুরো। এক কাজ করা যাক। প্রসবের কাল পর্য্যন্ত ইনি রাজ-ভবনে থাকুন।

দুষ্ম। কেন?

পুরো। জ্যোতির্ব্বিদেরা গণনা করে বলেছেন আপনকার প্রথম সন্তান রাজচক্রবর্ত্তীলক্ষণাক্রান্ত হবেন। যদি ইনি এরূপ সন্তান প্রসব করেন, আপনি একে গ্রহণ করবেন, তা না হলে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দেবেন।

দুষ্ম। আপনি উচিত পরামর্শ দিয়েছেন।

পুরো। বৎস, আমার সঙ্গে এস।

[পুরোহিতের সহিত শকুন্তলার প্রস্থান।

[নেপথ্যে] কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য!

দুষ্ম। (ব্যাগ্রতার সহিত) কি হয়েছে, কি হয়েছে?

[পুরোহিতের পুনঃপ্রবেশ।]

পুরো। নরচক্ষু কখনও এমন ব্যাপার দেখে নাই। কণ্বের শিষ্যেরা চলে গেলে পর শকুন্তলা হাহাকার করতে লাগলেন, এমন সময়——

দুষ্য। কি হল ?

পুরো। এমন সময় অন্তরীক্ষ হতে এক দিব্যরূপিনী জ্যোতির্ম্ময়ী রমণী নেমে এসে তাঁকে ক্রোড়ে করে নিয়ে অন্তর্ধান হলেন।

দুষ্য। এটী গোড়াগুড়ী অদ্ভুত ব্যপার বলে মনে হয়েছিল। (ক্ষণকালের নিমিত্ত নীরব) আর ভাবলে কি হবে ?

পুরো। মহারাজ, এ বিষয় আর ভাববেন না।

দুষ্য। স্মরণ হয় না, তবু এখন কেমন মনে নিচ্ছে এর কথাগুলি মিথ্যা নয়।

[উভয়ের বিমর্ষ ভাবে নিষ্ক্রমণ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হেমকূট পর্ব্বত।

রথে মিশ্রকেশী ও শকুন্তলার অবতরণ।

গীত।

সাহানা—খং।

সতীর নয়ন-নীর দেখিতে কে পারে হায় ?
তাহে তরুলতা কাঁদে, পাষাণ গলিয়ে যায়।
তপন মলিন হয়, সমীরণ দুঃখ বয়,
ব্রহ্মাণ্ড বিষাদে ডোবে, ব্যথা পান বিশ্বাশ্রয়।

মিশ্র। (অবতরণ করিয়া শকুন্তলার নয়ন জল মুছিতে মুছিতে) মা, আর কেঁদ না। নিশ্চয় স্বয়ং ভগবান তোমার

দুঃখ মোচন করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। চল, মা, তোমাকে শান্তিনিকেতন কশ্যপের আশ্রমে রেখে আসি।

শকু। চলুন, যেখানে নে যান সেই খানে যাচ্ছি, আমার কাছে সকল স্থান সমান। অভাগিনীর নিকট এখন স্বর্গ নরকে প্রভেদ নাই।

মিশ্র। হায়, হায়, যে দুষ্মন্তের যশ স্বর্গ মর্ত্য প্লাবিত করেছে তিনি আজ সাধ্বী সহধর্ম্মিণীকে বিনা দোষে পরিত্যাগ করলেন!

শকু। আমাকে শত বার পরিত্যাগ করলেও আমি সে দুঃখ সহ্য করতে পারি। দেবি, তিনি আমাকে কুলটা বলেছেন—আমি কুলটা! ও হ! (বেগে রোদন) এ সইতে পারি নে। দেবি, অহল্যা মুনিশাপে পাষাণ হয়েছিলেন। আপনার যদি শক্তি থাকে আমাকে পাষাণ করে ফেলুন—আর সইতে পারি নে।

মিশ্র। মা, কেঁদ না। হা নিষ্ঠুর দুষ্মন্ত, ঐশ্বর্য্যোন্মত্ত হয়ে পতিপ্রাণা সতীর হৃদয়ে কি মর্ম্মভেদী বেদনাই দিয়েছ?

শকু। তাঁর দোষ দেব কি? অভাগিনীর ভাগ্য দোষে বুঝি তাঁর বাস্তবিকই বিস্মৃতি জন্মেছে। (সরোদনে দীর্ঘ নিশ্বাস।)

মিশ্র। দেব দৈত্য মানব কারও কি কখনও এমন বিস্মৃতি হয়েছে? চৈতন্য থাকতে কারও কি এমন বিস্মৃতি হতে পারে? যে ঘটনার হৃদয়ের সঙ্গে নিগূঢ় যোগ তা কি কখনও ভোলা যায়?

শকু। আমি আর্য্যপুত্রের হৃদয় জানি—বিস্মৃতি না হলে সে হৃদয়ে এমন অমনুষ্যত্ব স্থান পায় না। (সরোদনে দীর্ঘ নিশ্বাস)

মিশ্র। তাই হোক। সখী মেনকা তোমাকে অচেতন অবস্থায় রথে তুলে দিয়ে কশ্যপের আশ্রমে গিয়েছেন। তোমাকে সেখানে রেখে আমি জানি গিয়ে বাস্তবিক দুষ্মন্তের বিস্মৃতি জন্মেছে কি না। যদি বাস্তবিকই বিস্মৃতি হয়ে থাকে আমি তা দূর করবই করব। আর যে পরিমাণে তোমার মনোবেদনা দিয়েছেন, সেই পরিমাণে তাঁর হৃদয় অনুতাপে দগ্ধ করব।

শকু। দেবি, সেটী করবেন না। (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) দেবি, আর্য্য-পুত্রকে আমি কটু কথা বলে বড় মনোবেদনা দিয়ে এসেছি।

মিশ্র। আহা, যে হৃদয় অনুরাগ খনি সেই হৃদয়ে দুষ্মন্ত অন্ধ হয়ে বিষ ঢেলে দিলেন। শকুন্তলা, তোমার দুঃখ মোচন না করে আমার শান্তি নাই। আমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সকলেরই মন তোমার দুঃখে বিচলিত করে তোমার দুঃখ দূর করব।

[গান করিতে করিতে শকুন্তলার সঙ্গে
মিশ্রকেশীর প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

—০০০—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কুটীর। সম্মুখে বিস্তৃত জাল।

রক্ষিপ্রধান ও দুই জন রক্ষকের প্রবেশ ;

সঙ্গে উভয়হস্তবদ্ধ ধীবর।

প্র, র। (ধীবরকে প্রহার করিয়া) এখন বল্, বেটা, এমন হীরেবসান আংটী তুই কোথায় পেলি ?

ধীব। (কম্পিত হইয়া) দোহাই রক্ষক বাবার, আমাকে মারবেন না। ক্ষুদ্র প্রাণী খয়রা মাছ কি রাঘব বোলের দাঁত পাটীতে ঠোক দিতে পারে ? দোহাই বাবার, আমার কোন দোষ নাই।

প্র, র। মহারাজ তোমাকে সুব্রাহ্মণ বলে দান করেছেন, না ? (প্রহার)

ধীব। আবার মার কেন, বাবা ? বলছি শোন, আমার বাড়ী শকরাবতে, আমি জেতে জেলে——

দ্বি, র। জেতে জেলে হলে বুঝি সাধ হয়, না শকরাবতে বাড়ী হলে চুরি করতে জানে না ?

রক্ষি। কি বলছিলি বল্। কোন কথা গোপন করিস নে।

প্র, র। শুনলি তো?

ধীব। এজ্ঞে। চুঁচড় পূঁটিটেও পেটের ভিতরে রাখব না। মাছ মারা আমার ব্যবসা, তাইতেই দিন গুজরাণ চলে।

রক্ষি। সাধু ব্যবসাটী বটে।

ধীব। ভালই বল আর মন্দই বল, জাত ব্যবসা ছাড়ি কেমন করে? আমার সাত পুরুষের হাতে জালটানা কড়া পড়েছে।

রক্ষি। বল্ এখন আংটী কোথায় পেলি?

ধীব। এজ্ঞে বলি। কাল রেতে দড়াজাল বাইতে বাইতে একটা রুই মাছ পাই। তারই পেটের ভিতরে এই আংটীটে ছিল। ঠিক বলেছি, এর একটী আঁসও মিথ্যা নয়।

প্র, র। মাছের পেটে আংটি ছিল! মিথ্যা সাজাতেও বুদ্ধি লাগে। (প্রহার)

ধীব। দোহাই বাবাদের, মাছের পেটে আংটী ছিল। মাছের পেটে———(প্রহার) উ, উ, উ, গেলুম—মাছের পেটে (প্রহার)—গেলুম মাছের পেটে (প্রহার) বাবা—মাছের পেটে———(প্রহার) এ, এ, এ,। কি কাল মাছ মেরে ছিলাম। দোহাই বাবাদের, দোহাই ধর্ম্মের, দোহাই মহারাজের, এ আংটী রুই মাছের পেটে ছিল। মার, খুন কর, আমি মিছে কথা বলি নি, বলবও না।

রক্ষি। আর মের না! আংটীতে মাছের গন্ধ বটে। চল, একে মহারাজের নিকট নিয়ে চল।

ধীব। বাবা রে, মহারাজের কাছে!

দ্বি, র। কি, তোকে সহজে ছেড়ে দেব না কি? চল্ বেটা, চল্।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তোরণ সমীপে রাজ-পথ।

রক্ষিপ্রধান, রক্ষকদ্বয় ও

ধীবরের প্রবেশ।

রক্ষি। তোমরা এখানে দাড়াও আমি আংটি নিয়ে মহারাজের কাছে যাই।

ধীব। (সভয়ে) আমার যেতে হবে না?

রক্ষি। আমি ফিরে আসি তার পর।

ধীব। (স্বগত) কেনই বা কাল রুই মাছ জালে পড়েছেল? মার খেয়ে মহাপ্রাণীর যে টুকু বাকী ছেল তা ভয়ে বেরুল, মহারাজ না জানি কি বলেন। হে ধর্ম্ম, তুমি সাক্ষী। কি কাল রুই মাছ জালে পড়েছেল। কপালে কি আছে? এতক্ষণে মাছ মেরে ফিরে আসতে পারতেম। কাল রুই

মাছ মেরে বড় আহ্লাদ হয়েছেল, তেমনই ভোগ ভুগছি। বড়সিগেলা মাছের মত ছটফট করছি। কি কাল রুই মাছ জালে পড়েছেল, আমায় জালশুদ্ধ ডুবুলে নে কেন? সেও ভাল ছেল।

প্র, র। দেখ, ওই যে দুজন মুনি এসেছিল, অমন রাগী মানুষতো আমি কখনও দেখি নি। আমি নগরের দ্বারে পাহারা দিচ্ছি এমন সময় দেখি এরা দুজন গোঁজ গোঁজ করে চলে আসছে। তাদের পেছু পেছু দেখি রাজপুরুত আসছেন, তিনি কাকুতি মিনতি করে বললেন, আপনারা আহারাদি করে যান। তারা বললে এত বড় পাপীষ্টীর রাজধানীতে আমরা এক নিমেষের জন্যেও থাকতে পারব না।

দ্বি, র। তাও বুঝি শুন নি? তারা মহারাজের মুখের উপর গালি দিয়ে চলে গিয়েছে। তার পর মহারাজ না কি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করেছেন।

প্র, র। ব্যাপার খানা কি বলতে পার?

দ্বি, র। না। ঐ মুনিদের সঙ্গে একটী পরমা সুন্দরী মেয়ে এসেছিল। তাকে না কি দেবতারা স্বর্গে তুলে নে গেছেন।

ধীব। সে মেয়ে দেবকন্যে।

প্র, র। দেখিস্ বেটা যেন পালায় না।

[রক্ষিপ্রধানের পুনঃপ্রবেশ।

রক্ষি। মহারাজ আজ্ঞা দিয়েছেন——

ধীব। (সভয়ে) আমি গেছি গো—

রক্ষি। মহারাজ আজ্ঞা দিয়েছেন একে ছেড়ে দেও।

দ্বি, র। যে আজ্ঞা। বেটা যমের বড়ী হতে ফিরে এল।

ধীব। (রক্ষিপ্রধানকে প্রণাম করিয়া) বাবা, তোমার দয়ায় আমি বেঁচে গেলেম।

রক্ষি। আমার দয়ায় নয়, মহারাজের দয়ায়। মহারাজ তোমার প্রতি আরও অনুগ্রহ দেখিয়েছেন—এই অর্থ পারিতোষিক দিয়েছেন। (অর্থ প্রদান)

ধীব। এত টাকা! তোমার সাত পুরুষ রক্ষক হোক।

প্র, র। মহারাজ বুঝি আংটীটে বড় ভাল বাসেন?

রক্ষি। ভালবাসেন কিন্তু আংটী মহামূল্য বলে নয়। এর নিগূঢ় কারণ আছে বোধ হয়। আংটীতে আংটী অপেক্ষা প্রিয়তর কিছু আছে।

দ্বি, র। কারণটা কি?

রক্ষি। আংটী পেয়ে বোধ হয় মহারাজের কোন প্রিয় জনকে স্মরণ হল। মহারাজের মন হিমালয়ের তুল্য অটল তবু আংটী দেখাবামাত্র যেন তাতে প্রলয় উপস্থিত হল।

দ্বি, র। ভাল জেলের জালের গুণ।

প্র, র। দেখ আজ মার খেয়ে তোর পিঠ ফুলল কিন্তু কপাল খুলল। (কোপ-দৃষ্টি)

ধীব। আবার চোক রাঙ্গাও কেন? টাকার অর্দ্ধেক তোমরা মদ খেতে নেও।

দ্বি, র। ভাই তুই বেশ লোক। তুই আমাদের দিব্বি বলেই তো তোর এত লাভ হল। চল একত্রে শুঁড়ির বাড়ী যাই। তুমি প্রত্যহই এমনই মাচ ধরো।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজোদ্যান।

মিশ্রকেশীর প্রবেশ।

মিশ্র। দুষ্মন্তের ভ্রম ভেঙ্গেছে; এখন দেখতে হবে শকুন্তলার প্রতি এঁর কি রূপ অনুরাগ। (চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া) আহা, আজ শুভ দিনে রাজপুরীকে দুঃখ আচ্ছন্ন করেছে আমি এখানে অলক্ষিত ভাবে অবস্থিতি করি।

[অন্তরালে গমন]

[অনঙ্গসহচরীদ্বয়ের প্রবেশ।]

প্র, স। (আম্র-মুকুলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) মরি, কি সুন্দর, কি সুগন্ধ। ডাঁটাটি হরিদ্বর্ণ, তাতে সহস্র মুকুল; কতক প্রস্ফুটিত, কতক অপ্রস্ফুটিত। বসন্তের এটী উত্তম অলঙ্কার। কতকগুলি আম্রমঞ্জরী রতিদেবীকে উপহার দিতে হবে।

দ্বি, স। কোকিলই আম্র-মুকুল দেখে বিমোহিত হয়, তুমিও একটী মধুরকণ্ঠ কোকিল। বসন্ত এসেছে, এখন আমরা (গীত ও নৃত্য)

ঝিঝিট—খেমটা।

প্রেমেতে মাতিব, মাতিয়া গাইব,
(মরি) মধুর প্রেমের গীত।

প্র, স। (নৃত্য করিতে করিতে)
প্রেম বিলাইব, প্রেমে মাতাইব,
(সবায়) প্রেমে করিব মোহিত।

উভয়ে। (নৃত্য করিতে করিতে)
মদন রাজারে, প্রেম উপহারে,
(আজ) পূজিব হয়ে হরষিত।

প্র, স। এই মুকুলটী তুলি, এখনও সম্পূর্ণ ফুটে নি।

দ্বি, স। এই একটী মুঞ্জরী সম্পূর্ণ ফুটেছে। কি সুগন্ধ, বাহা অল্প অল্প রেণু পড়ছে। এটী রতিপতি নবহৃদয় বিদ্ধকারী বাণের অগ্রভাগে দেবেন।

[কঞ্চুকীর প্রবেশ।]

কঞ্চু। (সক্রোধে) অর্দ্ধস্ফুটিত মুকুলগুলি কেন ভাঙ্গছ? এ বৎসর মদনোৎসব হবে না। মহারাজ নিষেধ করেছেন।

প্র, স। হবে না?

দ্বি, স। (সহচরীর প্রতি) সে কি?

কঞ্চু। না, না, হবে না। পশু পক্ষী তরুলতা পর্য্যন্ত মহারাজের দুঃখে দুঃখিত। মুকুল হয়েছে কিন্তু ফুটছে না; পুষ্প ফুটতে না ফুটতে শুকিয়ে যাচ্ছে; কোকিলের সুস্বর তার

কণ্ঠেই রয়েছে; রতিপতি পুষ্পবাণ অৰ্দ্ধসন্ধান করে পুনর্ব্বার তূণে রেখে দিয়েছেন।

মিশ্র। (স্বগত) কি ভয়ানক বিস্মৃতি! অন্ধকার সুধাংশুকে গোপন করলে, অতি আশ্চর্য্য! কিন্তু দুষ্মন্তের হৃদয় অতি কোমল—অটল।

প্র, স। আমরা এখানে ছিলাম না, মহারাজের আজ্ঞা শুনতে পাই নি।

কঞ্চু। এখন শুনলে আর মুকুলে হাত দিও না।

দ্বি, স। মহারাজের আজ্ঞা পালনই আমাদের আনন্দ। মহাশয়, মহারাজের এমন হল কেন আমরা কি শুনতে পারি?

কঞ্চু। শকুন্তলা বর্জ্জনের কথা শুন নি?

প্র. স। শুনেছি। মৎস্যের উদরে আংটী পাওয়া পর্য্যন্ত।

কঞ্চু। তার পর, মহারাজ আংটী দেখে বলে উঠলেন "আমারই শকুন্তলা, আমারই সহধর্ম্মিণী শকুন্তলাকে বিসর্জ্জন দিলেম"। এই বলেই নীরব, আর চক্ষের জল দর দর করে পড়তে লাগল। তার পর আর তাঁকে হাসতে দেখি নি, রাজকার্য্য ছেড়ে দিলেন, চিন্তায় হৃদয় ভাসালেন, সংসার ভুলে গেলেন। শকুন্তলাকে যেমন ভুলেছিলেন এক্ষণ শকুন্তলা ছাড়া আর সমুদায়ই তেমনই ভুলেছেন।

মিশ্র। (স্বগত) আহ্লাদেরই বিষয়।

কঞ্চু। এই জন্যই বসন্তোৎসব বন্দ হয়েছে।

স, দ্বয়। আমাদেরই দুর্ভাগ্য।

কঞ্চু। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া) মহারাজ আসছেন, তোমরা সরে যাও।

[অনঙ্গসহচরীদ্বয়ের প্রস্থান।

[দুষ্মন্ত, মাধব্য ও প্রতীহারীর প্রবেশ।]

মিশ্র। (স্বগত) যেন মহত্ত্ব মূর্ত্তিমান। আমার শকুন্তলা অপমানের সহিত পরিত্যক্ত হয়েও এঁর বিরহে জীবন্ম ত হয়েছেন, তা আশ্চর্য্য নয়।

দুষ্ম। নিদ্রিত ছিলেম, জাগ্রত হলেম, দুঃখসাগরে ভাসলেম—এ দুঃখ? দুঃখ সহ্য করা যায়। কালকূট, কালাগ্নি, স্বর্গ মর্ত্য পাতালে যা কিছু ভয়ঙ্কর আছে, ইহার সহিত কিছুরই তুলনা হয় না। এ অভিনব যন্ত্রণা, দুষ্মন্তের জন্য বিধাতা সৃজন করেছেন। মরছি অথচ জীবিত আছি, বিক্ষিপ্ত হচ্ছি, অথচ জ্ঞান আছে। মনুষ্যের ক্ষুদ্র হৃদয়ে এত যন্ত্রণা স্থান পায়, অথচ তা বিদীর্ণ হয় না! হা শকুন্তলা—ও নাম অতি মধুর বলে আমাকে পুড়িয়ে মারছে। এ দুঃখ সুমেরুর ন্যায় অক্ষয়, আকাশের ন্যায় বিস্তৃত, সাগরের ন্যায় গভীর।

মিশ্র। (স্বগত) তবে তোমার পূর্ব্বের মনোহারিণী, এখনকার অভাগিনী দুঃখদায়িনী শকুন্তলা পরিণামে সুখী হবে।

মাধ। মহারাজ পূর্ব্বে প্রণয়ের সুবাতাসে পাল তুলে দিয়েছিলেন, এখন প্রণয়ের মহা ঝড়ে হাবি ডুবি খাচ্ছেন।

কঞ্চু। (আস্তে আস্তে দুষ্মন্তের নিকট আসিয়া) মহা-

রাজের জয় হোক। মহারাজ, উপবনের অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে, দেখে মনকে সুস্থ করুন।

দুষ্ম। (না শুনিয়া) প্রতীহারি, মন্ত্রীকে বল গিয়ে, তিনি আপন ইচ্ছামত রাজ কার্য্য করেন।

প্রতী। যে আজ্ঞা।

দুষ্ম। রাজকার্য্য—হাহাকার ভিন্ন আমার আর অন্য কার্য্য নাই। কঞ্চুকি, তুমি আপন কাজে যাও।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

মাধ। উদ্যানে মাছীটীও রইল না, এখন আপনি বসন্তের আনন্দে মন মিশিয়ে দিন।

দুষ্ম। কে মাধব্য? মাধব্য, নির্দ্দোষীকে দণ্ড দিলে অধিক দণ্ড হয় কার, নির্দ্দোষী ব্যক্তির না দণ্ডদাতার? দণ্ডদাতার, কেমন? কি বলছিলে?

মাধ। উদ্যানের নব শোভায় চিত্ত বিনোদন করুন।

দুষ্ম। মাধব্য, শকুন্তলার তুল্য সুকোমল লতা কি উদ্যানে আছে? যদি থাকে আমাকে তার কাছে নিয়ে যাও।

মাধ। ঐ মাধবী-লতা-কুঞ্জে চিত্রকর শকুন্তলার ছবি নিয়ে আসছে, ঐখানে চলুন।

দুষ্ম। চল। আ! মাধবী লতা কথাটী শুনে গত সুখ হতে কত অভিনব শোক উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

[উভয়ের অগ্রসর হওন।

মাধ। মহারাজ, বসুন।

দুষ্ম। মাধব্য, তাপসকুমারের সঙ্গে যেতে উদ্যত হলেন, তাপসকুমার বললেন "ঐখানে থাক"। তখন শকুন্তলা একবার এই নিষ্ঠুর প্রতারকের প্রতি দৃষ্টি করলেন, সজল নয়নে অনাথিনীর ন্যায়—ওহ, শান্তিদায়িনীকে অভাগিনী করলেম! [অশ্রুপাত।]

মিশ্র। (স্বগত) মহারাজের দুঃখে হৃদয় বিগলিত হল।

মাধ। নিশ্চয় কোন দেবতা শকুন্তলাকে নিয়ে গিয়ে যত্ন করে রেখেছেন।

দুষ্ম। শকুন্তলা মেনকার কন্যা। মেনকাই আপন কন্যাকে নিয়ে গিয়েছেন, বোধ হয়।

মাধ। মায়ের ইচ্ছা সন্তানকে সুখী করা। তাইতে বোধ হচ্ছে শকুন্তলার সঙ্গে আপনকার পুনর্মিলন হবে।

দুষ্ম। হবে কি? আশা হয় না। স্বর্গ হাতে পেয়ে তাতে পদাঘাত করলেম। কি ভয়ানক বিস্মৃতি হয়েছিল। এ কি পূর্ব্ব জন্মের পাপের ফল? যদি আমারই দুষ্কৃতির ফল হয়, নির্ম্মলা শকুন্তলার পুণ্যে কেন সে পাপ খণ্ডন হল না?

মাধ। নিরাশ হবেন না। পুনর্মিলন হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব।

দুষ্ম। তা কি হবে? মৃত মানুষ কি পুনর্জীবিত হয়? পাষাণ কি ফল ফুলে সুশোভিত হয়?

মাধ। হারান ধন পাওয়া যেতে পারে, তার দৃষ্টান্ত এই আংটীটী।

দুষ্ম। (অঙ্গুরীয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) অঙ্গুরীয়, তুমিও আমার তুল্য হতভাগ্য, তুমিও শকুন্তলাকে হারিয়েছ।

মিশ্র। মেনকা, এ কথা শুনলে তুমি কতই উল্লাসিত হতে!

দুষ্ম। যখন অঙ্গুরীয় সেই চম্পক-কলিকা-অঙ্গুলীতে পরিয়ে দিলেম, শকুন্তলা বললেন আমাকে তো ভুলবেন না? আমি বললেম পূর্ব্ব দিকের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হবে তবুও আমি তোমায় ভুলব না। আমি ভাল প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেম! তোমাকে অপমান করলেম, গালি দিলেম, পরিত্যাগ করলেম, বিষাক্ত শূলে তোমার হৃদয় বিদ্ধ করলেম। এই অঙ্গুরীয় শচীতীর্থে পড়ে গিয়েই এত অনর্থ হল। দুরাচার অঙ্গুরীয়, তুইই এত সর্ব্বনাশ ঘটালি।

মাধ। দুরাচার যষ্টি, (হস্তস্থিত যষ্টিকে সম্বোধন করিয়া) আমি নিজে বেঁকা তুই কেন সিধে হলি? (দুষ্মন্তকে অন্যমনস্ক দেখিয়া) কেবা শোনে?

দুষ্ম। অঙ্গুরীয় জড় পদার্থ, ওর দোষ কি? আমি জ্ঞান সত্বেও জড়ের ন্যায় ব্যবহার করেছি।

মিশ্র। (স্বগত) আমিও ঐ কথা বলতে যাচ্ছিলেম।

মাধ। মহারাজের আহার নাই, কারণ তাঁর আহারের ইচ্ছা নাই। আমার ইচ্ছা আছে অথচ অনাহারী। কিন্তু অনাহারী থাকলে যদি মহারাজের মনে সান্ত্বনা দিতে পারতেম, তা হলে না হয় আমি অনাহারেই প্রাণত্যাগ করতেম। হা,

যদি কোন দেবদেবী এখানে উপস্থিত থাকেন তাঁর নিকট আমার এই প্রার্থনা যে তিনি মহারাজের সঙ্গে শকুন্তলার মিলন করিয়ে দেন।

মিশ্র। (স্বগত) তোমার সাধু ইচ্ছা শীঘ্র পূর্ণ হোক।

মাধ। ঐ চিত্রকর শকুন্তলার চিত্রপট নিয়ে আসছে।

দুষ্ম। শকুন্তলার কি?

মাধ। চিত্র পট।

দুষ্ম। কৈ? কৈ? কৈ চিত্রপট কৈ?

[চিত্রকরের প্রবেশ।]

চিত্র। মহারাজ, চিত্রপট সম্পূর্ণ হয়েছে।

দুষ্ম। দে—থি। (সজল নয়নে চিত্রপট গ্রহণ) চিত্রপট—হা শকুন্তলা কোথায়? (চিত্রপটের প্রতি নিরীক্ষণ) প্রিয় হরিণশিশুর চক্ষু দুটী, তোমারও চক্ষু দুটী আনন্দে খেলা করছে——তোমার এই সুখ আমি নষ্ট করেছি। হা, কেন এ নরাধম তপোবনে তোমাকে গোপনে বিবাহ করেছিল?—তা না হলে তুমি তপোবনতোষিণী হয়ে সুখে থাকতে। মুখে ঈষৎ হাসি, এ হাসি এই নৃশংসাধম এককালীন নষ্ট করেছে। চিত্রিত শকুন্তলা, তুমি কথা কহিতে পার না? যদি পার এই প্রতারককে মনের সাধে তিরস্কার কর। তুমি রাগ করতে জান না? ঘৃণা করতে জান না? যদি জান এই দুরাত্মাকে ক্রোধে ভস্মীভূত কর—ঘৃণা দ্বারা তার গর্ব্ব চূর্ণ কর। কথা কইতে পার না, রাগ করতে পার না, ঘৃণা

করতে পার না। চিত্রকর, তোমার চিত্র জীবিতের ন্যায় বোধ হয়,—তুমি জীবন সঞ্চার করতে পার না? যদি পার, তোমাকে এই পৃথিবীর সাম্রাজ্য দেব। (পুনর্ব্বার অনিমেষ নয়নে চিত্রের প্রতি দৃষ্টি) এ চিত্র কোথায় রাখব? হৃদয়ে রাখি—হৃদয় ভেদ করে তার মধ্যে রাখা যায় না? (হৃদয়ে ধারণ) মাধব্য পটে কি দেখছ? চক্ষু, কর্ণ, নাশা?

মাধ। আর অন্যান্য অঙ্গ।

দুষ্ম। মন দ্বারা দেখ, আরও কিছু দেখতে পাবে। কি পবিত্র ভাব, কি সরলতা, কি অপার স্নেহ! আমি এ সব ভুলে গিয়েছিলেম। আমি অন্ধ হয়েছিলেম, অন্ধে সূর্য্যের আলো দেখতে পায় না, আমি সতীত্ব সূর্য্যের আলো দেখতে পাই নাই। (নীরব হইয়া রোদন ও চিত্রপটে অশ্রুপাত)

মিশ্র। (স্বগত) মহারাজের অকৃত্রিম অনুরাগ, চাপা পড়ে ছিল, বিলুপ্ত হয় নাই।

দুষ্ম। শকুন্তলা, শকুন্তলা———শকুন্তলা, শকুন্তলা—

মিশ্র। (স্বগত) মহারাজের ক্রমে ভ্রম জন্মাচ্ছে।

দুষ্ম। শকুন্তলা, একবার স্নেহমাখা বাক্যে বল "আর্য্যপুত্র তোমাকে মার্জ্জনা করলেম"। মার্জ্জনা করতে পার না? তবে ক্রোধভরে বল "নিষ্ঠুর, আমি তোমাকে মার্জ্জনা করব না"। কথা কইলে না? রোদন করছ? (ব্যস্ততার সহিত) তোমার মনে মর্ম্মান্তিক ব্যথা দিয়েছি, কেঁদ না, তোমার রোদন

দেখতে পারি নে—কেঁদ না, কেঁদ না, কেঁদ না। (অশ্রু মোচন করিতে চেষ্টা ও চিত্রপটের কিয়দংশ মুছিয়া ফেলা)

মাধ। মহারাজ, মহারাজ ?

দুষ্ম। (সচকিতে) মাধব্য, কি বলছ ?

মাধ। ভ্রমবশতঃ আপনি চিত্রপট নষ্ট করে ফেললেন যে।

দুষ্ম। (দণ্ডায়মান হইয়া) শকুন্তলা, শকুন্তলা, শকুন্তলা, কোথায় আমার হৃদয়ের শকুন্তলা কোথায় ?

মাধ। আপনকার ভ্রম হয়েছে।

দুষ্ম। শকুন্তলা এখানে নাই—সংসার অরণ্য। (মূর্চ্ছা)

মাধ। চিত্রকর, পট নিয়ে যাও। পটই মূর্চ্ছার কারণ। কি বিপদ হল! মহারাজ, মহারাজ, মহারাজ, উঠুন।

মিশ্র। আর দেখা যায় না—আমি কি প্রকাশ হয়ে দুষ্মন্তকে জাগাব ? না। শীঘ্রই চৈতন্য হবে।

মাধ। কঞ্চুকি, কঞ্চুকি!

[কঞ্চুকীর প্রবেশ।]

(অন্তরীক্ষে কোমল বাদ্য)

মাধ। মহারাজকে এ স্থান হতে নিয়ে চল।

[দুষ্মন্তের চৈতন্য প্রাপ্তি ও বাদ্য নিস্তব্ধ হওয়া।]

দুষ্ম। কে এ মধুর বাদ্য করলে ?——আর একবার, আর দুবার এ বাদ্য শুনেছি। কে বাজালে ? কোথায় বাজালে ?

[নেপথ্যের দিকে বেগে গমন ও নিষ্ক্রমণ।

[পশ্চাৎ মাধব্য ও কঞ্চুকীর প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজ-প্রাসাদ।

মাধব্যের প্রবেশ।

মাধ। হাস্য পরিহাস হৃদয় স্পর্শও করতে পারলে না, সান্ত্বনা কেবল জ্বলন্ত ঘৃতে জল দেওয়া। উদ্যানের শোভা, বসন্তের চিত্তহারিণী শান্তি পরাস্ত হল। শকুন্তলার চিত্রপট দেখান না উন্মাদের ধুতুরা সেবন। অলৌকিক কোমল বাদ্যে চৈতন্য হল কিন্তু যে টুকু জ্ঞান অবশিষ্ট ছিল তা হরণ করলে—কি করি? মহারাজের চিন্তার গতি না ফিরাতে পারলে দুষ্মন্তের সঙ্গে সঙ্গে মাধব্যও জ্ঞানহারা হবে।

[নেপথ্যে ভেরীনিনাদ] কে এল? রণ-ভেরী। রাজ-ভবন কেঁপে উঠল। নূতন বিপদ উপস্থিত হল না কি? সংবাদ নি।

[প্রস্থান।

(কঞ্চুকীর সঙ্গে দুষ্মন্তের প্রবেশ।)

কঞ্চু। মহারাজ, রাণী হংসমতী ও চন্দ্রাবলী নাট্যশালায় আপনকার জন্য অপেক্ষা করছেন——

দুষ্ম। বলগে আমি যাব না, তুমি যাও।

[কঞ্চুকীর প্রস্থান।

দুষ্ম। যদি শকুন্তলা তপোবনে থাকতেন, আমি সেখানে

বায়ুগতিতে যেতেম। যদি শকুন্তলা পৃথিবীতে থাকতেন আমি নিবিড় কানন, দুস্তর মরুদেশ, দুর্গম পর্ব্বতগুহা, সমুদ্র-তীর, দ্বীপ, উপদ্বীপ সমুদয় তন্ন তন্ন করে দেখতেম। তাঁকে স্বর্গে নিয়ে গিয়েছে——হে স্বর্গস্থ দেবগণ, একবার দীন হীনের প্রতি দয়া কর—মানবের দুঃখে তোমরা দুঃখী হয়ে থাক; আমার কাতর প্রার্থনা শুন—আমার জীবন শকুন্তলাকে এনে দাও——না দেও দেখাও—একবার এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত, তা হলে তাঁর নিকট আমি মার্জ্জনা প্রার্থনা করি। দেখাও, দেবগণ, আমি স্বর্গের দিকে চেয়ে রইলাম।

[ঊর্দ্ধে দৃষ্টি।

[কঞ্চুকীর পুনঃপ্রবেশ।]

কঞ্চু। মহারাজ, মহারাজ!

দুষ্ম। কে?

কঞ্চু। আমি কঞ্চুকী।

দুষ্মু। তোমরা কি আমাকে একাকী থাকতে দেবে না?

কঞ্চু। মহারাজ, একবার রাজসভায় যেতে আজ্ঞা হোক। কয়েকটী গুরুতর বিষয় মীমাংসা করা আবশ্যক হয়েছে—মন্ত্রী মহাশয় মীমাংসা করতে সাহসী হচ্ছেন না।

দুষ্মু। (উদাসীন ভাবে) তুমি যাও সিংহাসনে বসে বিচার কর গিয়ে।

কঞ্চু। আমি হীনবুদ্ধি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আমাকে এ আজ্ঞা করছেন কেন?

দুষ্য। যাও, মন্ত্রীকে বিচার করতে বল গিয়ে।

কঞ্চু। যদি একান্তই না যেতে পারেন, তবে এই একটী বিষয় মীমাংসা করে দিন।

দুষ্য। আমি যখন নিষ্কলঙ্ক শকুন্তলার প্রতি অতি ভয়ঙ্কর অবিচার করেছি, তখন আর আমার বিচার করবার অধিকার নাই, আমি আর রাজা নই। আমি অতি মূর্খ, অজ্ঞান দীন হীন মানব।

কঞ্চু। অমন বাক্য মুখে আনবেন না। মহারাজ, ধন-পতি নামে বণিক বাণিজ্য করতে গিয়ে সমুদ্রে প্রাণত্যাগ করেছে। তাহার সন্তানাদি কেহ নাই, তাহার অর্থ সম্পত্তি সমুদায় আপনারই প্রাপ্য। তবে কি, তার স্ত্রী গর্ব্ভবতী আছে——

দুষ্য। ওহ! আমি গর্ব্ভবতী স্ত্রীকে বিনা দোষে পরিত্যাগ করলেম। দেবগণ, তোমরা সেই নিমিত্ত আমার প্রতি বাম হয়েছ———ওহ!

[নেপথ্যে] মহারাজ, রক্ষা করুন। মহারাজ, মহারাজ, রক্ষা করুন।

দুষ্য। কে আর্ত্তনাদ করছে? [নেপথ্যে] মহারাজ, ব্রাহ্মণসন্তানকে রক্ষা করুন, ব্রাহ্মণসন্তানকে রক্ষা করুন।

দুষ্য। কঞ্চুকি, যাও। কে বিপদে পড়েছে, আমার লোকদিগকে রক্ষা করতে বল গে। [নেপথ্যে] মহারাজ,

অপনকার মাধব্য দৈত্য হস্তে প্রাণে মারা যায়। মলুম, মলুম, আসুন, আসুন, শীঘ্র এসে আমাকে বাঁচান।

দুষ্য। (উচ্চৈঃস্বরে) কঞ্চুকি, শীঘ্র যাও, শীঘ্র যাও।

[নেপথ্যে] আপনি ব্যতীত কারও সাধ্য নাই আমাকে রক্ষা করে। মহারাজ, মলুম, মলুম, মলুম।

দুষ্য। বয়স্য ভয় নাই, ভয় নাই, আমি স্বয়ংই তোমাকে রক্ষা করতে যাচ্ছি।

[নেপথ্যে] আমি মরে গেলে এসে কি করবেন? আসুন, আসুন, আসুন।

দুষ্য। ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই।

[বেগে নিষ্ক্রমণ]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

প্রাসাদ সম্মুখে প্রাঙ্গন।

মাধব্যকে আকর্ষণ করিতে করিতে মাতলির প্রবেশ।

মাধ। মহারাজ উত্তেজিত হয়েছেন, কৌশল সফল হয়েছে। হেঁছড়ে নিয়ে যান। হয়েছে। আমি চিৎ হয়ে পড়ি, আপনি আমার বুকে হাঁটু দিয়ে বসুন। তরবার উচুন—হয়েছে। মহারাজ, আসুন, আসুন। কোথায় আপনি? দৈত্যহস্তে আমার প্রাণ গেল।

[নিষ্কোষ তরবারি হস্তে দুষ্মন্তের প্রবেশ।]

দুষ্ম। বয়স্য, ভয় নাই, আমি এসেছি। কোন্ দুরাত্মা দুষ্মন্তের বয়স্য মাধব্যের শরীর স্পর্শ করেছে?

মাত। (মাধব্যকে পরিত্যাগ করিয়া) মহারাজের জয় হোক।

মাধ। (গাত্রোত্থান করিয়া) মহারাজের বয়স্যকে মেরে এখন "মহারাজের জয় হোক"? মহারাজ, দুরাত্মা আমার তিন ভাগ মেরে ফেলেছে। দুরাত্মাকে তিন বার প্রাণে মারুন।

দুষ্ম। (চমকিত হইয়া) কে মাতলি, দেবরাজের সারথি? আসুন।

মাধ। এ মন্দ নয়, মহারাজ এঁকে অভ্যর্থনা করছেন। দুজনে বেশ সৌহার্দ্দ দেখছি, মাঝে হতে মারা গেল বেচারী ব্রাহ্মণ।

মাত। মহারাজ, দেবরাজ আমাকে আপনকার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন। কারণ এই, দৈত্যগণ প্রবল হয়ে দেবতা-দিগের উপর পুনর্ব্বার দৌরাত্ম্য আরম্ভ করেছে। দেবতারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। আপনি এই রথে চলুন, দেবতাদিগের সহায়তা করুন গিয়ে।

দুষ্ম। আমি এক্ষণই যাচ্ছি। মাধব্য, মন্ত্রীবরকে

সাবধানে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করতে বল গিয়ে। আমি আর বিলম্ব করতে পারি নে।

মাধ। দৈত্যরণে জয়ী হন গিয়ে—তবে কি অকারণে ব্রাহ্মণের অস্থিগুলি চূর্ণ হল।

দুষ্ম। প্রতীহারীকে আমার অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আসতে বল গিয়ে। শীঘ্র যাও।

মাধ। যে আজ্ঞা। মেরে আমাকে একেবারে অষ্টাবক্র করে ফেলেছে। যাই—উ—হ্! (নিষ্ক্রমণ)

দুষ্ম। মাতলি, আপনি আমার বয়স্য ব্রাহ্মণসন্তানকে এমন করে মারলেন কেন?

মাত। পরে জানতে পারবেন। এখন রথে আরোহণ করুন।

দুষ্ম। চলুন। শীঘ্র অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আসতে বল।

[নেপথ্যে ভেরী-নিনাদ। উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

ষষ্ঠ অঙ্ক।

—০০০—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রথে মাতলির সঙ্গে দুষ্মন্তের অবতরণ।

দুষ্ম। মাতলি, আমি দেবরাজের সামান্য উপকার করেছি—

মাত। আপনারা দুজনের কেহই সন্তুষ্ট হন নাই দেখছি। আপনি বলছেন "দেবরাজের অত্যন্ত সামান্য উপকার করেছি" তিনি বলছেন "পৃথিবীরাজের যথোচিত সম্মান করতে পারলেম না"।

দুষ্ম। পুরস্কারের সঙ্গে উপকারের তুলনাই হয় না। তিনি আমাকে দেবগণসমক্ষে নিজ সিংহাসনে বসালেন, আপন গলদেশ হতে পারিজাতমালা আমার গলে প্রদান করলেন। কোন কালে কোন মানব এরূপ সম্মান পায় নাই।

মাত। আপনি দেবরাজের মহদুপকার করেছেন, পাঁচ বৎসর কাল যুদ্ধ করে আপনি দানবদিগকে পরাস্ত করেছেন, এখন ইন্দ্রদেব নিরুদ্বেগ হলেন। স্বয়ং নারায়ণ নৃসিংহ রূপ ধারণ করে যা করেছিলেন আপনি বাহুবলে তাই সম্পন্ন করলেন।

দুষ্ম। দেবাশীর্ব্বাদেই আমার জয় লাভ হয়েছে। সূর্য্য রথে না থাকলে কি অরুণ অন্ধকার নষ্ট করতে পারেন ?

মাত। সে যথার্থ কথা। যা হক আপনার প্রতাপে দেবগণ সুস্থির হলেন। এখন তাঁরা আনন্দে আপনার যশো-কীর্ত্তন করছেন। ওই দেখুন নন্দন কাননে অপ্সরীরা পুষ্প চয়ন করছেন।

দুষ্ম। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া স্বগত) সুখধাম হতে শকুন্তলাশূন্য দুঃখময় পৃথিবীতে চললেম।

মাত। দেখুন কয়েকটী দেবতা বায়ুভরে ত্রিদিবাভিমুখে গমন করছেন। মহারাজ, রথের নীচে মেঘের খেলা দেখুন।

দুষ্ম। (নীচের দিকে দেখিয়া) রথের নীচে প্রগাঢ় অন্ধকার।

মাত। দেখুন রথচক্রের চারিদিকে বিদ্যুৎ কি রূপ খেলা করছে। ঐ শুনুন চাতক কাতর স্বরে মেঘের নিকট জল প্রার্থনা করছে।

দুষ্ম। (স্বগত) পিপাসায় আমার বুক ফেটে গেল, কে বারি দান করবে ? শকুন্তলা, জগৎ শূন্য করে কোথায় গেলে ?

মাত। মহারাজ, আমরা পৃথিবীর নিকট এসেছি। ঐ দেখুন পর্ব্বত দেখা যাচ্ছে, কিন্তু নিম্ন প্রদেশ অপেক্ষা অধিক উন্নত বোধ হচ্ছে না। বনস্থ বৃক্ষসমূহ অতি ক্ষুদ্র তৃণের ন্যায় বোধ হচ্ছে। নদ নদী সকল যেন কয়েকটী উজ্জ্বল রেখা

মাত্র। দেখুন ঘুর্ণমান পৃথিবী কি অদ্ভুত শক্তিপ্রভাবে শূন্যভরে অগ্রসর হচ্ছে।

দুষ্ম। মাতলি, এই যে পর্ব্বতশ্রেণী পূর্ব্ব সাগর হতে পশ্চিম সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে রয়েছে, এর নাম কি ?

মাত। এ গন্ধর্ব্বদিগের বাসস্থান হেমকূট পর্ব্বত। এই পর্ব্বতেই দেবারাধ্য মহর্ষি কশ্যপের তপোবন।

দুষ্ম। (স্বগত) তপোবন—শকুন্তলা কি এখানে আছেন ? তা নইলে তপোবনও অশান্তিময়।

মাত। মহর্ষি কশ্যপকে একবার দর্শন করবেন ?

দুষ্ম। আচ্ছা। (স্বগত) পুনর্ব্বার তপোবনে প্রবেশ করি, এবার চক্ষের জলের সহিত প্রবেশ করতে হবে।

[রথাবতরণ ও উভয়ের নিষ্ক্রমণ।

—০০০—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

দুষ্মন্ত ও মাতলির প্রবেশ।

মাত। মহারাজ, আপনি এই অশোক তরুমূলে বিশ্রাম করুন। আমি মহর্ষিকে আপনার আগমনবার্ত্তা দিয়ে আসি।

দুষ্ম। যা ভাল বিবেচনা হয় করুন।

[মাতলির প্রস্থান।

দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হল। বৃথা এ সুলক্ষণ। আমার সুখ চিরকালের নিমিত্ত চলে গিয়েছে, আর ফিরে আসবে না।

[নেপথ্যে] তুমি স্থির হতে জান না, সকল স্থানেই সমান অস্থির।

দুষ্ম। (স্বগত) কে কাকে ভর্ৎসনা করছে। (সচকিতে দৃষ্টি করিয়া) একটী শিশু, শিশু অপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী ও বলবান দুই জন তপস্বিনী তাকে ধরে রাখতে পারছেন না।

[সিংহশাবকের গ্রীবা আকর্ষণ করিতে করিতে এক শিশুর প্রবেশ, পশ্চাতে দুই জন তপস্বিনী।]

শিশু। (সিংহশাবকের মুখে চপেটাঘাত করিয়া) মুখ খোল, তোর দাঁত গণব।

প্র,ত। দুরন্ত বালক, এই জন্তুদের আমরা যত্ন করে পুষেছি, তুমি অকারণে কষ্ট দিচ্ছ কেন? একি তোমার খেলা? সিংহশাবকটী যে মারা গেল। তপস্বীরা তোমাকে সর্ব্বদমন নাম দিয়েছেন, তুমি সর্ব্বদমনই বটে।

দুষ্ম। (স্বগত) বালকটীকে দেখে আমার মনে বাৎসল্য ভাবের উদয় হয় কেন? আমি তো নিঃসন্তান—হৃদয় আরও বিগলিত হল।

দ্বি,ত। সিংহশাবককে ছেড়ে দেও, নইলে সিংহী তোমাকে ছিঁড়ে টুকর টুকর করবে এখন।

শিশু। করুক না দেখি। তাকে আমার বড় ভয়!

দুষ্ম। (চমৎকৃত হইয়া) ভাবি বীরত্বের আশ্চর্য্য পরিচয়, বালকটী যেন একটী অনলশিখা।

প্র,ত। বাবা, ছেড়ে দেও। তোমাকে একটী ভাল খে-লানা দিচ্ছি।

শিশু। (হস্ত বিস্তার করিয়া) আগে দাও।

দুষ্ম। (বালকের হস্ত দেখিয়া স্বগত) রাজচক্রবর্ত্তীচিহ্নযুক্ত!

দ্বি,ত। শুদ্ধ কথায় ভুলবার ছেলে নয়। মাটীর ময়ূরটী এনে দেও।

প্র,ত। আনছি। [প্রস্থান।

শিশু। আমি এর সঙ্গে ততক্ষণ খেলা করি।

দ্বি,ত। ছেড়ে দেও, বাবা, ছেড়ে দেও, তুমি লক্ষ্মীটী।

দুষ্ম। (স্বগত) বালকটীকে দেখে আমার স্নেহ উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ছে। যার সন্তান আছে সে কি সুখী! ধূলা ধূষরিত সন্তানকে কোলে নিয়ে বস্ত্র মলিন করায় কি আনন্দ!

দ্বি,ত। তপস্বীরা কেউ কি নিকটে নাই? (দুষ্মন্তকে দেখিয়া) আপনি যদি এই দুরন্ত বালকের হাত হতে সিংহ-শাবকটীকে ছাড়িয়ে দেন।

দুষ্ম। চেষ্টা দেখছি। (অগ্রসর হইয়া) তাপসকুমার, একি? ছি, নির্দ্দোষীকে কষ্ট দিতে নাই, ছেড়ে দাও। (বালকের সিংহকে ছাড়িয়া দেওয়া)

দ্বি,ত। বড় উপকার করলেন। আপনি বালকটীকে তপস্বীসন্তান মনে করেছেন, তা নয়।

দুষ্ম। ইহার তেজস্বীতা দেখলে সেরূপ মনে হয় না বটে। এ দিকে এস। (বালকের হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ স্বগত) বালকের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই, তবুও এর গাত্র স্পর্শ করে আমার অপূর্ব্ব সুখানুভব হল। যাঁর সন্তান, তাঁর না জানি একে কোলে করে কতই আনন্দ হয়!

দ্বি,ত। (উভয়ের মুখাবলোকন করিয়া) আশ্চর্য্য!

দুষ্ম। আপনি কি দেখে চমৎকৃত হলেন?

দ্বি,ত। আপনার ও বালকটীর আকৃতির সৌশাদৃশ্য দেখে। আপনকার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নাই, অথচ আপনি বললেন "সিংহশিশুকে ছেড়ে দেও" আর অমনি শান্ত হয়ে ছেড়ে দিলে। এও বড় আশ্চর্য্য।

দুষ্ম। (বালককে ক্রোড়ে লইয়া) বালকটী কোন্ বংশোদ্ভূত?

দ্বি,ত। পুরুবংশে ইহার জন্ম।

দুষ্ম। (স্বগত) এই জন্যই বালকটীকে দেখে এত ভাল বাসতে ইচ্ছা হচ্ছে। (প্রকাশে) শিশুটীর দেবতুল্য প্রভাব ——এর কি মানুষীর গর্ভে জন্ম হয়েছে?

দ্বি,ত। ইহার মাতা অপ্সরী-কন্যা।

দুষ্ম। (স্বগত) পুনর্ব্বার হৃদয়ে আশা সঞ্চারিত হল। (প্রকাশে) ইহার জননী কোন্ মহাভাগের সহধর্ম্মিণী?

দ্বি,ত। তিনি নরশ্রেষ্ঠ হয়েও ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করেছেন, তাঁর নাম উচ্চারণ করা অনুচিত।

দুষ্ম। (স্বগত) আমিই কি সেই ভাগ্যবান অভাগা? শিশুর জননীর নাম জিজ্ঞাসা করি। (চিন্তা করিয়া) কিন্তু কাহারও স্ত্রীর নাম জিজ্ঞাসা করা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ।

[পুত্তলিকা হস্তে প্রথম তপস্বিনীর প্রবেশ।]

প্র,ত। বাবা সর্ব্বদমন, একবার শকুন্তলাবণ্য দেখ।

শিশু। কৈ মা কোথায়?

দুষ্ম। (স্বগত) শকুন্তলা? (স্থির ভাবে দণ্ডায়মান)

প্র,ত। শকুন্তলার কথা বলছি নে। দেখ ময়ূরটী কেমন সুন্দর।

দুষ্ম। (স্বগত) শকুন্তলা—ওহ, একেবারে শোক-পারাবার উথলে উঠল। 'শকুন্তলা' অপর স্ত্রীলোকের নাম হলেও পারে। আমি কি মৃগতৃষ্ণিকায় পড়লেম?

শিশু। ময়ুর যদি উড়তে পারে তবে নেব, নইলে দূর করে ফেলে দেব। [পুত্তলিকা গ্রহণ ও ক্রোধে ভূতলে ক্ষেপণ]

প্র,ত। সর্ব্বদমনের হাতের কবজ কোথায় গেল?

দুষ্ম। এই যে, সিংহের সঙ্গে খেলা করবার সময় পড়ে গিয়েছিল। আমি পরিয়ে দিচ্ছি। [গ্রহণোদ্যত]

উভ, তপ। কবজ স্পর্শ করবেন না, স্পর্শ করবেন না।

[দুষ্মন্তের কবজ তুলিয়া লওয়া।

প্র, ত। ইনি তুলে নিয়েছেন!

[চমৎকৃত হইয়া তপস্বিনীদিগের পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি।]

দুষ্ম। (কবজ পরাইয়া দিয়া) আমাকে গ্রহণ করতে নিষেধ করলেন কেন?

দ্বি, ত। মহারাজ, এই দৈব কবজ মহর্ষি কশ্যপ সর্ব্ব-দমনকে দিয়েছেন। কবজখানী মাটীতে পড়ে গেলে পিতা মাতা ভিন্ন কেহ তা স্পর্শ করলে তৎক্ষণাৎ সর্প হয়ে তাকে দংশন করবে—দংশন করতেও দেখেছি।

ত, দ্বয়। চল, শকুন্তলাকে শুভ সংবাদ দিই গে।

[প্রস্থান।

দুষ্ম। (বালককে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া) তুমি অভাগিনী শকুন্তলার সন্তান, এই নরাধমের সন্তান?

[বালকের মুখচুম্বন।

শিশু। আমি নরাধমের সন্তান নই, আমার বাবা দুষ্মন্ত।

দুষ্ম। কি সুমিষ্ট তিরস্কার। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) আহা! এই সেই শকুন্তলা! দুঃখসাগর হতে উঠে আসছেন। (দুষ্মন্তের ক্রোড় হইতে বালকের অবতরণ) শুদ্ধ কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট রয়েছে, তপস্বিনীর স্কন্ধে হস্ত দিয়ে চলে আসছেন—যা ভেবেছিলেম তার শত গুণ অধিক দুর্দ্দশা হয়েছে। রে পাপ দুষ্মন্ত, দেখ্, তুই কি করেছিস? এ দেখে তোর চক্ষু দগ্ধ হল না—আ—হা! (অধোবদন হওন।)

[শকুন্তলা ও তপস্বিনীদ্বয়ের পুনঃপ্রবেশ।]

শকু। (আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া) দেবী মিশ্রকেশীর কথা কি খাটল—না পুনর্ব্বার আর্য্যপুত্রের কটূক্তি শুনতে

হবে ?—আ ! আর্য্যপুত্র কি মলিন, কি শীর্ণ, কি কাতর ! [দণ্ডায়মান হইয়া অবনত মস্তকে রোদন।]

[নীরব হইয়া শকুন্তলার প্রতি দুষ্মন্তের অনিমেষ দৃষ্টি।]

শিশু। (শকুন্তলার নিকট গিয়া) মা, মা, মা ! উত্তর দেও না কেন ?

শকু। বাবা, কি বল ?

শিশু। মা, ইনি বলছেন, ইনি আমার বাবা।

শকু। (সরোদনে) উনি অনুগ্রহ করে বললে বলতে পারেন। তুমি দীন দুঃখিনীর সন্তান, তুমি বলতে পার না।

দুষ্ম। শকুন্তলা, শকুন্তলা— (ফুটিয়া ক্রন্দন)

শকু। আর্য্যপুত্র—(রোদন) হতভাগিনী দাসীকে কি মনে পড়েছে ?

দুষ্ম। শান্তিদায়িনী, শান্তিস্বরূপিনী সতীকে দগ্ধ করে আমার কাল ভ্রম দূর হয়েছে।

শকু। আর্য্যপুত্র, দাসী কুলটা এখনও কি এ বিশ্বাস আছে ? (রোদন)

দুষ্ম। (জানু পাতিয়া উপবেশন) শকুন্তলা, আমার অমার্জ্জনীয় দোষ মার্জ্জনা কর। আমি পতিব্রতাস্বরূপিনীকে স্বেচ্ছাচারিণী বলেছিলাম। আমার জিহ্বা দগ্ধ হোক। হা. অদৃষ্ট ! (শিরে করাঘাত)

শকু। আর্য্যপুত্র, উঠুন, উঠুন।

দুষ্ম। শকুন্তলা, আমি জানি আমার অপরাধ যতই হোক

না কেন, তদপেক্ষা তোমার ক্ষমাগুণ অধিক। একবার বল আমায় মার্জ্জনা করলে, নচেৎ এ হৃদয় যে শ্মশান সেই শ্মশানই থাকবে।

শকু। উঠুন, উঠুন। আপনাকে কাতর দেখলে বুক ফেটে যায়, উঠুন। দাসী কখনও আপনকার দোষ গ্রহণ করে নাই। আপনি আমাকে ত্যাগ করেছিলেন, দুঃখে ডুবেছিলেম কিন্তু কখনও আপনকার দোষ গ্রহণ করি নাই। আপনি আমাকে কুলটা বলেছিলেন, এটী ভুলতে পারি নাই কিন্তু আপনি চির পূজনীয়, নির্জ্জনে বসে চক্ষের জলের সহিত আপনকার চরণ ধ্যান করেছি। উঠুন, উঠুন।

দুষ্ম। (দণ্ডায়মান হইয়া) তুমি স্নেহময়ী, অমৃতময়ী—(রোদন)

প্র, ত। মহারাজ, আপনকার কোন দোষ নাই, সবই ললাটের লিখন।

শিশু। মা, ইনি কি আমার বাবা?

শকু। হাঁ, সর্ব্বদমন। (ক্রোড়ে লইয়া) আর্য্যপুত্র, আমার দুঃখের সান্ত্বনা, আপনকার অমূল্য নিধি গ্রহণ করুন।

[শিশুকে দুষ্মন্তের ক্রোড়ে অর্পণ।]

শিশু। বাবা, তুমি পৃথিবীর রাজা, তুমি আমার দুঃখিনী মাকে একটুও জায়গা দিতে পার নি?

দুষ্ম। বাবা, উত্তর দিতে পারলেম না। (রোদন ও বালকের মুখচুম্বন) বাবা, একবার তোমার মায়ের কোল

শোভা কর। (শকুন্তলাকে পুত্র অর্পণ) একবার তোমার জননীকে ডাক।

শিশু। মা।

শকু। বাবা, তুমি ত্রিভুবনবিজয়ী হও। (রোদন)

শিশু। (শকুন্তলার ক্রোড় হইতে অবতরণ করিয়া) মা, কাঁদছ কেন? কেঁদ না। (অশ্রু মোচন করিতে চেষ্টা)

শকু। আর কাঁদব না। (অশ্রু মোচন)

দুষ্ম। [শিশুর প্রতি] যে রোদন আমার দুর্ব্বাক্যে আরম্ভ হয়েছিল তা তোমার মধুর বাক্যে শেষ হল।

[এক দিক দিয়া কশ্যপ ও মাতলি এবং অপর দিক দিয়া অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার প্রবেশ।]

কশ্য। বৎস শকুন্তলে, দেবপ্রসাদে তোমাদের পুনর্ম্মিলন হল। আজ আমার আহ্লাদের সীমা নাই। দুষ্মন্ত, তোমার কোন দোষ নাই, দুর্ব্বাসার শাপে তোমার বিস্মৃতি ও শকুন্তলার দুর্দ্দশা হয়েছিল। তুমি অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় প্রাপ্ত হলে শাপ খণ্ডন হয়েছে।

দুষ্ম। এতক্ষণে আমার হৃদয়ের ভার মোচন হল।

কশ্য। তুমি শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করলে অপ্সরী মিশ্রকেশী তাঁকে এখানে রেখে যান। এখন পুনর্ম্মিলন হল। সুখে সচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর গিয়ে। কই সর্ব্বদমন কই?

শিশু। এই যে।

কশ্য। কোলে এস। দুষ্মন্ত, এই তোমার হৃদয়মণি। সর্ব্বদমন, তুমি সর্ব্বদমন হও, তোমার যশে ত্রিভুবন পরিপূর্ণ হোক।

শকু। আর্য্যপুত্র, এই সখী প্রিয়ম্বদা, এই অনসূয়া। ইহাদের অতি সুপাত্রের সঙ্গে বিবাহ হয়েছে। আমি এই আশ্রমে আছি, ইহা স্বপ্নে দেখে উভয়ে আমাকে দেখতে এসেছেন।

প্রিয়। মহারাজ, সেই তমাল তরুতলে আপনাকে ও সখীকে একত্র দেখে সুখী হয়েছিলেম।

অন। আজ এই অশোক তরুতলে আপনাকে, সখীকে ও উভয়ের স্নেহপুতলি সর্ব্বদমনকে একত্রে দেখে ততোধিক সুখী হলেম।

প্রিয়। এত দিনে দুর্ব্বাসার শাপ মোচন হল।

অন। আমাদের আজ আনন্দের সীমা নাই।

কশ্য। রাজন্ দুষ্মন্ত, এখন সপুত্র হস্তিনায় গমন কর।

দুষ্ম। প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া, উভয়েরই তোমাদের সখীর সঙ্গে হস্তিনায় যেতে হবে।

উভ। যে আজ্ঞা।

মাত। মহারাজ, এখন রথে আরোহণ করুণ।

[দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার কশ্যপকে প্রণাম।]

কশ্য। জয়োস্তু। দুষ্মন্ত, মহেন্দ্র তোমার রাজ্যে সুবৃষ্টি করুন, তোমার প্রজারা সুখী হক। শকুন্তলে, তুমি সতীত্বের দৃষ্টান্ত স্থল হয়ে স্বামীকে সুখী কর।

[যবনিকা পতন।